فَضَآئِلُ اَهْلِ الْبَيْتِ

আহলে বায়তের ফযীলত

[اِحْيَاءُ الْمَيْتِ بِفَضَائِلِ اَهْلِ الْبَيْتِ]

মূল

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী

[রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ

জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

:@yahoo.com,anjumantust@gmail.com

.../w.anjumantrust.org

فَضَآئِلُ اَهْلِ الْبَيْتِ

আহলে বায়তের ফযীলত

[اِحْيَاءُ الْمَيْتِ بِفَضَائِلِ اَهْلِ الْبَيْتِ]

মূল

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী

[রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ

জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশকাল

১ মুহাররম, ১৪৩৭ হিজরী

৩০ আশ্বিন, ১৪২২ বাংলা

১৫ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়াঃ ৫০ /- (পঞ্চাশ) টাকা

Fadhailu Ahlil Bait by **Imam Jalal Uddin Suyuthy** Rahmatullahi Alai, Translated into Bangali by **Prof. Maulana Sayyed Mohammad Jalal Uddin Al-Azhari,** Edited by **Moulana Muhammad Abdul Mannan, Published** By **Anjuman-e Rahmania Ahmadia Sunnia Trust.** Chittagong, Bangladesh. **Hadiah Tk. 50**/- Only.

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিল করীম
ওয়া 'আলা-আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী আজমা'ঈন

নবীকুল সরদার হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়তের মর্যাদা ও ফযীলতের বিষয়টি মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও স্পষ্ট। পবিত্র ক্বোরআন মজীদ তাঁদের পবিত্রতা ঘোষণা করেছে- ইন্নামা- ইয়ুরী-দুল্লা-হু লিইয়ুযহিবা 'আন্কুমুর রিজ্সা আহ্লাল বায়তি ওয়া ইয়ুত্বাহ্হিরাকুম তাত্বহী-রা-। (আল্লাহ্ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ! যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। [সূরা আহযাব: আয়াত-৩৩]

হাদীস শরীফেও হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাঁদের মর্যাদা রক্ষার প্রতি সতর্ক থাকা এবং তাঁদের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি তাকীদ দিয়েছেন। সুতরাং আহলে বায়তের মর্যাদা ও ফযীলতের ব্যাপারে সত্যপন্থীদের কারো দ্বিমত নেই। যুক্তিও একথার পক্ষে যে, আল্লাহর হাবীবের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব ব্যক্তি ও বস্তু মর্যাদাবান এবং আল্লাহর দরবারে মাক্ববূল বা গ্রহণযোগ্য। নবী করীমের সাথে আহলে বায়তের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলার অপেক্ষাই রাখেনা।

আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর হাবীবের উদ্দেশে বলেছেন, আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট সেটার উপর (দাওয়াত ও হিদায়ত ইত্যাদির বিনিময়ে) কোন প্রতিদান চাইনা, কিন্তু চাই আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা। মোটকথা, আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা পোষণের মাধ্যমে মু'মিন-মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন। পক্ষান্তরে, আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ উভয় জাহানে ধ্বংসের কারণ হয়।

অতি সুখের বিষয় যে, বিশ্ববিখ্যাত ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ূত্বী আলায়হির রাহ্মাহ্ আহলে বায়তের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত ষাটটা সহীহ্ হাদীস সম্বলিত একটি প্রমাণ্য কিতাব 'ইয়াহ্ইয়াউল মায়ত বি ফাদ্বা-ইলি আহলিল বায়ত' নামে প্রণয়ন করেছেন, যা সংক্ষেপে 'আহলে বায়তের ফযীলত' শিরোনামে প্রকাশিত হলো। এ কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী আর প্রকাশ করলো 'আন্জুমান প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ'। বাংলাভাষীদের জন্য এটা আহলে বায়তের মর্যাদা ও ওযীলত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন ও তাঁদের প্রতি যত্নবান হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ও অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হবে-ইনশা-আল্লাহ্।

সালামান্তে-

(মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
মহাপরিচালক, আন্জুমান রিসার্চ সেন্টার,
আলমগীর খানক্বাহ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

হযরতুল আল্লামা
ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী
আলায়হির রাহমাহ্র
সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম হাফেয সুয়ূত্বী রাহিমাহুল্লাহর পূর্ণনাম- 'জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনুল কামাল, আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা-বিক্বুদ্দীন ইবনুল ফখর ওসমান ইবনে নাযিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে শায়খ হুমাম উদ্দীন। তাঁর জন্ম ১ রজব, ৮৪৯হিজরী রবিবার রাতে হয়েছিলো। 'খুদ্বায়রী' ও 'আস্ সুয়ূত্বী, 'সুয়ূত্বী' সংক্ষেপে এ দু'টি সম্পর্কজনিত শব্দও তাঁর নামের সাথে সংযোজন করা হয়।

তাঁর বংশীয় পরম্পরা এক অনারবীয় খান্দান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি তাঁরই লিখিত কিতাব 'হুসনুল মুহা-দ্বারাহ্ ফী- আখবা-রি মিসর ওয়াল ক্বাহেরাহ্'য় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ''আমাকে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, আমার পিতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করতেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষ (বংশের মূল পুরুষ) একজন 'আজমী' (অনারবীয়) ছিলেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় লোক ছিলেন। ইমাম সুয়ূত্বীর খান্দান মিশরে আসার পূর্বে বাগদাদের মহল্লা 'খুদ্বায়রিয়্যাহ্'য় বসবাস করতেন। এ মহল্লা বাগদাদের পূর্ব প্রান্তে ইমাম-ই আ'যম রাহিমাহুল্লাহু তা'আলার মাযার শরীফের নিকটে অবস্থিত। 'খুদ্বায়রী' সম্পর্কবাচক উপাধির কারণ এটাই। ইমাম সুয়ূতীর জন্মের কয়েক পুরুষ পূর্বে এ খান্দান ইরাক থেকে মিশর এসেছেন এবং মিশরের 'আস্য়ূত্ব' শহরে বসবাস করতেন। সেটার নামও 'খুদ্বায়রিয়্যাহ্' রেখে দেন।

ইমাম সুয়ূত্বীর পিতা আস্য়ূত্ব থেকে কায়রো চলে যান। সেখানে তিনি 'ইবনে ত্বূলূন জামে মসজিদ'-এ খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সাথে সাথে শায়খূনী জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় 'ফিক্বহ'র ওস্তাদ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ৮৫৫ হিজরীতে তাঁর ইনতিক্বাল হয়। তখন ইমাম সুয়ূত্বীর বয়স পাঁচ কিংবা ছয় বছর ছিলো। তখন তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তাঁর পিতার এক সূফী বন্ধু নিয়েছিলেন। ইমাম সুয়ূত্বী ৮ বছর বয়সে ক্বোরআন করীম হেফয করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি নাহ্ভ ও ফিক্বহ্র 'মতন' মুখস্থ করতে মশগুল হন।

ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর যুগের বহু ওস্তাদ ও মাশাইখ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁদের অধিকাংশের উল্লেখ (আলোচনা) তিনি তাঁর 'হুসনুল মুহা-দ্বারাহ্'য় করেছেন।
ইমাম সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর যুগে প্রচলিত সমস্ত আরবী ও ইসলামী বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেগুলোতে পূর্ণ দক্ষতা লাভ করেন। ওইসব বিষয়ে তাঁর লেখনী (গ্রন্থ-পুস্তক)ও রয়েছে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ পুস্তকাদির আধিক্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখনী অনুসারে তাঁরপর তাঁর মত আর কাউকে দেখা যায়না; এমনকি পূর্ববর্তীদের মধ্যেও হয়তো তাঁর মতো দু/একজন পাওয়া যায় কিনা সংশয় রয়েছে।

তিনি হাদীস ও হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়, তাফসীর ও আল্লাহর কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, ফিক্বহ্ ও এর উসূল, কালাম, জদল, ইতিহাস, অনুবাদ, তাসাওফ, সাহিত্য, অলংকার (মা'আনী, বয়ান ও বদী') নাহভ, সরফ, অভিধান ও মানত্বিক বিষয়ে শত-সহস্র কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর 'হুস্নুল মুহাদ্বারাহ্'য় লিখেছেন-

وَبَلَغَتْ مُؤَلَّفَاتِىْ الْاٰنَ ثَلاَثَمِائَةِ كِتَابٍ سِوى مَا غَسَلْتُهُ اَوْ رَجَعْتُ عَنْهُ

অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমার লিখিত কিতাবগুলোর সংখ্যা তিনশ' হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে ওইসব কিতাব নেই, যেগুলো আমি বিনষ্ট করে ফেলেছি কিংবা যেগুলো আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।
কিতাবগুলোর এ সংখ্যা 'হুস্নুল মুহা-দ্বারাহ্' লিখার সময়কার ছিলো। আর সম্ভবত এত সংখ্যক কিতাব তিনি পরবর্তীতেও লিখেছেন। 'মুস্তাশ্রিক্ব ফিলোগুল' তাঁর লিখিত সমস্ত কিতাব গণনা করেছেন। তাঁর পরিসংখ্যান অনুসারে ইমাম সুয়ূত্বীর লিখিত কিতাবগুলোর সংখ্যা ৫৬১।

তাঁর কিতাবগুলোর মধ্যে এমন বহু কিতাব রয়েছে, যেগুলো কয়েক খণ্ডে বিন্যস্থ। তন্মধ্যে কিছু কিতাব এমনও রয়েছে, যেগুলো 'দাওয়া-ইরে মা'আ-রিফ' (জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্ভার)-এর মর্যাদা রাখে। পুস্তক প্রণয়ন ও রচনার ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেই সুবর্ণ সামর্থ্য দান করেছেন, তা খুব কম সংখ্যক লোকই পেয়েছেন। আরবী ও ইসলামী জ্ঞানের এমন কোন রাজপথ নেই, যাতে তাঁর পদচারণা পাওয়া যায় না। তাঁকে 'হাত্বিবুল লায়ল' (যাচাই বিহীন লোক) বলে যাঁরা সমালোচনা করেন তারাও জ্ঞান, গবেষণা ও বিশ্লেষণের

উপত্যকায় তাঁর সাহায্য ছাড়া এক কদমও চলতে পারে না। বাস্তবাবস্থা হচ্ছে- বেশীর ভাগ পূর্ববর্তী ইমামগণের মতো ইমাম সুয়ূতীরও দু'টি যোগ্যতাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে- একটি হচ্ছে জ্ঞান-ভাণ্ডার ও লেখকের আর অপরটি হচ্ছে- গভীর গবেষক ও বিশ্লষক এবং সুক্ষ্মদর্শী (মুহাক্কিক্ব ও মুদাক্কিক্ব)-এর। ইমাম সুয়ূতীর জন্য সাধারণভাবে 'হাত্বিবুল লায়ল' (নির্বিচারে উদ্ধৃতকারী লেখক) উপাধি ব্যবহারকারীগণ তাঁর এ দু'টি মর্যাদাপূর্ণ স্তরের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের উন্নত রুচি ও পদ্ধতি সম্পর্কেও কম অবগত।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী দীর্ঘদিন যাবৎ প্রসিদ্ধ 'খানক্বাহ্-ই বীবার্সিয়া'র 'ওয়াক্বফ এস্টেট'-এর মহাব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তদানীন্তনকালে এটা মিশরের সর্বাপেক্ষা বড় খান্ক্বাহ্ ছিলো; কিন্তু যখন সুলতান মুহাম্মদ ক্বাতবাঈ মিশরের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন ভণ্ড সূফীদের একটি দল সুলতানের নিকট ইমাম সুয়ূত্বীর বিপক্ষে কিছু অমূলক অভিযোগ করেছিলো। এতদ্ভিত্তিতে সুলতান তাঁকে উক্ত পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এ অপসারণের পর থেকে তিনি দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পর্ক থেকে নিজে নিজে অবসর গ্রহণ করেন এবং লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। এমন একাকীত্বের মধ্যে ইমাম সুয়ূতী তাঁর বেশীরভাগ কিতাব রচনা করেন। তাঁর এ একাক্বীত্ব ও জ্ঞানগত ই'তিকাফ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এ বিশ বছর ব্যাপী সময়সীমায় তিনি লোকজনের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর ঘরের নীল নদের দিকে খোলা হয় এমন জানালাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইসলামী ও আরবী জ্ঞানচর্চা, এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা এবং গ্রন্থ-পুস্তক রচনা ও প্রণয়নের মধ্যে অতিবাহিত করেন। ৯১১ হিজরীতে এ যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী ইমামের ইনতিক্বাল হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমতের বারি বর্ষণ করুন।

আ-মী-ন।

فَضَآئِلُ اَهْلِ الْبَيْتِ
আহলে বায়তের ফযীলত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

فَضَآئِلُ اَهْلِ الْبَيْتِ
আহলে বায়তের ফযীলত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং সালাত সালাম তাঁর চয়নকৃত বান্দাদের প্রতি। এ ষাটটি হাদীস নিয়ে কিতাবটি লিখেছি এবং নামকরণ করেছি "ইহ্য়াউল মায়ত বিফাদ্বা-ইলে আহলিল বায়ত।"

হাদীস নং-১

الحديث الأول قال السيوطي: اخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﷺ)[الشوري-٢٣] قال قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (১)

হযরত সা'ঈদ ইবনে মনসূর তাঁর 'সুনান' নামক কিতাবে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আল্লাহ তা'আলা র বাণী (হে হাবীব! আপনি বলে দিন-এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা; কিন্তু একমাত্র নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা। (সূরা শূরা, আয়াত-২৩) সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বলেন, এখানে রাসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাদীস নং-২

الحديث الثاني قال: اخرج ابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت الآية (قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ)[الشوري-٢٣] قالوا : يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداهما. [২]

ইবনুল মুন্‌যির, ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে মার্‌দাওয়াইহ্ তাঁদের তাফসীরে এবং তাবরানী তাঁর 'মু'জাম আল-কাবীর'-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন 'হে হাবীব! আপনি বলে দিন- আমি তোমাদের নিকট এর বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, কিন্তু একমাত্র আমার নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা (সূরা শুরা, আয়াত-২৩) অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকটাত্মীয়গণ কারা, যাঁদের ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে? তদুত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা হলো- হযরত আলী, হযরত ফাতেমা এবং তাদের দুই সন্তান- হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

হাদীস নং-৩

الحديث الثالث قال: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وَمَن يَقۡتَرِفۡ حَسَنَةٗ نَّزِدۡ لَهُۥ فِيهَا حُسۡنًاۚ) [الشورى-٢٣] قال: المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. [৩]

ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি করি।' [সূরা শূরা, আয়াত-২৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সৎ কাজ মানে হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র বংশধরের প্রতি ভালবাসা।

হাদীস নং-৪

الحديث الرابع قال: أخرج احمد والترمذي والنسائي والحاكم عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لايدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. قال: وصححه الترمذي. [৪]

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবী'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সে তোমাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ তা'আলা র ওয়াস্তে এবং তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

হাদীস নং-৫

الحديث الخامس قال: اخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي . [৫]

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি।

হাদীস নং-৬

الحديث السادس قال : اخرج الترمذي والحاكم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: وحسنه الترمذي. (٦)

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং হাকেম হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট ওই দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে আমার পরে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর এ দু'টির মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং অপরটি হলো আমার 'ইত্রত' তথা আমার আহ্লে বাইত। আর মহান দয়ালু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এ দুটি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, এ পর্যন্ত যে, উভয়ে আমার নিকট আমার 'হাওযে কাওসার'-এ অবতরণ করবে। তাই তোমাদের ভেবে দেখা উচিৎ তোমরা আমার পরে তাদের ব্যাপারে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছ।

হাদীস নং-৭

الحديث السابع قال: اخرج عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به بعدي لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. (٧)

আবদ্ ইবনে হোমাইদ তাঁর মুসনাদে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট রেখে যাচ্ছি দুইটি মূল্যবান বস্তু; যদি তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পার তাহলে তোমরা আমার পরবর্তীতে কখনও গোমরাহ হবে না।

আর তা হলো: আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং আমার 'ইতরত' তথা আমার পরিবারবর্গ, এ দু'টি বস্তু আমার নিকট আমার হাওযে কাউছার-এ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অক্ষুন্ন থাকবে; কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।

হাদীস নং-৮

الحديث الثامن قال: اخرج احمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن ادعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وان اللطيف الخبير خبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما . (٨)

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়া'লা হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অচিরেই আমাকে তলব করা হবে, আর আমি এতে সাড়াও দেব। আর আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট দু'টি অত্যন্ত ভারী (মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু রেখে যাচ্ছিঃ একটি হলো কিতাবুল্লাহ্ আর অপরটি হলো- আমার 'ইতরত' তথা আমার পবিত্র বংশধর। মহান আল্লাহ, মহা দয়ালু প্রজ্ঞাময় আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দু'টি হাওযে কাওসারে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। সুতরাং এ দু'টির বিষয়ে তোমরা কোন্ ধরনের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছো তা তোমাদের ভালভাবে ভেবে দেখা উচিৎ।

হাদীস নং-৯

الحديث التاسع قال:اخرج الترمذي والطبراني عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي" قال : وحسنه الترمذي. (٩)

ইমাম তিরমিযী, ইমাম তাবরানী ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলা কে ভালবাস তোমাদেরকে তিনি যে অগণিত নি'মাত দিচ্ছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ এবং আমাকে ভালবাস আল্লাহর ভালবাসার খাতিরে। আর আমার আহলে বাইতকে ভালবাস আমার ভালবাসার কারণে।

হাদীস নং-১০

الحديث العاشر قال: اخرج البخاري عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ,عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ، قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ،ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. " (১০)

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে ওমর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ কর তিনি তাঁর পবিত্র বংশধরদের মধ্যে।

হাদীস নং-১১

الحديث الحادي عشر قال: اخرج الطبراني والحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ " : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ لَكُمْ ثَلاثًا أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمِكُمْ ، وَأَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ ، وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُودًا نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ ، ولَوْ أَنَّ رَجُلاً صفنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ النَّارَ" (১১)

তবরানী ও হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা র নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছিঃ আর তা হলো, তিনি যেন তোমাদের দায়িত্বশীলদের সুদৃঢ় রাখেন,

তোমাদের মাঝে পথভ্রষ্টদের যেন হিদায়ত করেন এবং তোমাদের মধ্যে যারা অজ্ঞ থাকবে তাদেরকে যেন জ্ঞান দান করেন।
আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরও প্রার্থনা করেছি যেন, তিনি তোমাদেরকে করে দেন দানশীল, অভিজাত এবং দয়ালু।
আর যদি কোন ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানী ও মক্বামে ইবরাহীম-এর মধ্যবর্তী বরকতময় স্থানে সারাজীবন অবস্থান করে, সেখানে নামায আদায় ও রোযা পালন করে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু সে ব্যক্তি প্রিয় নবীর পবিত্র বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তার জীবনের আমলগুলো কোন কাজে আসবে না।

হাদীস নং-১২

الحديث الثاني عشر قال: أخرج الطبراني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : بُغْضُ بَنِي هَاشِمٍ وَالأَنْصَارِ كُفْرٌ ، وَبُغْضُ الْعَرَبِ نِفَاقٌ. " . (১২)

ইমাম তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। বনী হাশেম (হযরত আবদুল মুত্তালিবের পিতা হযরত হাশেমের বংশধর) ও আনসারীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফ্‌রী এবং আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেক্বী।

হাদীস নং-১৩

الحديث الثالث عشر قال:اخرج ابن عدي في الإكليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ " (১৩)

ইবনু আদী তাঁর রচিত 'আল্ ইকলীল' নামক কিতাবে হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যারা আমাদেরকে তথা আহলে বাইতকে অপছন্দ করবে তারা মুনাফিক্ব।

হাদীস নং-১৪

الحديث الرابع عشر قال: اخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لا يبْغِضُنَا , أَهْلَ الْبَيْتِ , رَجُلٌ إِلا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ (১৪)

ইবনু হিব্বান তাঁর ‘সহীহ’ নামক হাদীসগ্রন্থে এবং হাকেম তাঁর ‘মুসতাদ্‌রাক’-এ হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ওই মহান যাতে পাকের শপথ, যাঁর ক্বুদরতের আমার প্রাণ, যদি কোন ব্যক্তি আমাদেরকে তথা আমার আহলে বাইতকে ঘৃণা করে, তাহলে তাকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হাদীস নং-১৫

الحديث الخامس عشر قال:اخرج الطبراني عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَامُعَاوِيَةُ بْنَ حُدَيْجٍ ، إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : لا يَبْغَضُنَا وَلا يَحْسُدُنَا أحدٌ إِلا ذِيدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ" (১৫)

ইমাম তাবরানী তাঁর মু’জামুল আওসাত্ব হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুয়াভিয়া ইবনে হুদাইজকে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুয়াভিয়া! আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কেননা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, যে আমাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিনে আগুনের চাবুক দ্বারা হাওযে কাওসার থেকে বিতাড়িত করা হবে।

হাদীস নং-১৬

الحديث السادس عشر قال: اخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يعرف حق عترتي والأنصار فهو لأحدى ثلاث إما منافق وإما لزنة وإما لغير طهر. (১৬)

ইবনু আদি এবং ইমাম বায়হাক্বী ‘শু‘আবুল ঈমান’-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যারা আমার ‘ইতরত’ ও আনসারীগণের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা নিশ্চয় এ তিন শ্রেণীর মধ্যে যে কোন একটির অন্তর্ভুক্তঃ হয়ত সে মুনাফিক্ব দলের, অথবা কোন ব্যাভিচারীর কিংবা কোন অপবিত্রের।

হাদীস নং-১৭

الحديث السابع عشر قال:اخرج الطبراني في الأوسط عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِخْلُفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي . "لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إِلا الزُّبَيْرُ بْنُ حَبِيبٍ تَفَرَّدَ بِهِ :يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ. (১৭)

ইমাম তাবরানী তাঁর ‘মু‘জামুল আওসাত্ব’ নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ যে কথাটি ছিল তা হলো, “আমার পক্ষ থেকে আমার আহলে বাইতের জিম্মাদারী গ্রহণ করো।”

হাদীস নং-১৮

الحديث الثامن عشر قال: اخرج الطبراني في الأوسط عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمل عمله إلا بمعرفته حقنا. (১৮)

ইমাম তাবরানী তার ‘আওসাত্ব’-এ হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমাদের তথা আহলে

বাইতের ভালবাসাকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। কেননা, যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে আমাদের প্রতি ভালবাসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে সে আমাদের সুপারিশ দ্বারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। যাঁর কুদরতের হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি- কোন বান্দার সারা জীবনের কোন আমল কোন কাজে আসবে না যতক্ষণনা সে আমাদের হক্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়।

হাদীস নং-১৯

الحديث التاسع عشر قال : اخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يقول: أيها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله تعالى يوم القيامة يهوديا . (১৯)

ইমাম তাবরানী তাঁর 'আওসাত'-এ হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট খুতবা দিলেন, এতে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে মানব সকল! যে আমাদেরকে তথা আহলে বাইতকে অপছন্দ করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে ইয়াহুদী বানিয়ে উত্থিত করবেন।

হাদীস নং-২০

الحديث العشرون قال: اخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني هاشم إني قد سألت الله أن يجعلكم نجداء رحماء وسألته أن يهدي ضالكم ويؤمن خائفكم ويشبع جائعكم والذي نفسي بيده لايؤمن احد حتى يحبكم بحبي أترجون أن تدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب ؟. (২০)

ইমাম তাবরানী তাঁর 'আওসাত্ব'-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে বনী হাশেম! আমি নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা র দরবারে এ ফরিয়াদ করেছি যে, তিনি যেন তোমাদেরকে করে দেন সহায়তাকারী ও হৃদয়বান এবং আমি তাঁর নিকট আরও প্রার্থনা করেছি যেন তিনি তোমাদের পথহারাদের পথ দেখান, তোমাদের ভীতসন্ত্রস্তকে নিরাপত্তা দেন এবং তোমাদের মধ্যে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করেন। ওই আল্লাহর শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার জীবন- কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তোমাদেরকে ভালবাসে আমার ভালবাসার কারণে। তোমরা কি আমার সুপারিশ দ্বারা বেহেশ্‌ত প্রবেশ করার প্রত্যাশা রাখ আর বনূ আবদিল মুত্তালিব আর সেটার আশা রাখেনা? (এটা হতে পারেনা)

হাদীস নং-২১

الحديث الحادي والعشرون قال: اخرج بن أبي شيبة ومسدد في مسنديهما والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى والطبراني عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. (২১)

ইবনু আবী শাইবা ও মুসাদ্দাদ তাঁদের 'মুসনাদ'-এ হাকীম তিরমিযী তাঁর 'নাওয়াদেরুল উসূল'-এ এবং আবূ ইয়া'লা ও তাবরানী হযরত সালমাহ্ ইবনে আকওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারকারাজি আসমানবাসীর জন্য নিরাপত্তা এবং আমার আহলে বাইত হলেন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা বা রক্ষা কবচ।

হাদীস নং-২২

الحديث الثاني والعشرون قال: اخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله ونسبي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. (২২)

ইমাম বায্‌যার তাঁর 'মুসনাদ'-এ হযরত আবূ হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট আমার দু'টি প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি। এদের পরে তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না। একটি হলো– কিতাবুল্লাহ আর অপরটি হলো- আমার পবিত্র বংশধর। এ দু'টি আমার হাউযে কাওসার-এ উপনীত হওয়া পর্যন্ত কখনও বিছিন্ন হবে না।

হাদীস নং-২৩

الحديث الثالث والعشرون قال: اخرج البزار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مقبوض واني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنكم لن تضلوا بعدهما . (২৩)

ইমাম বায্যার তাঁর মুসনদে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি ওফাত লাভ করব। আর আমি তোমাদের নিকট দু'টি ভারী (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছিঃ একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব আর অপরটি হলো আমার আহলে বায়ত। এ দু'টি মজবুতভাবে ধারণ করার পর তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না।

হাদীস নং-২৪

الحديث الرابع والعشرون قال: اخرج البزار عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تركها غرق. (২৪)

ইমাম বায্যার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার আহলে বাইত-এর উদাহরণ হলো- হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কিশ্তী বা জাহাজের মতো। যারা এতে আরোহন করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা তা থেকে পেছনে পড়ে রয়েছে তারা ডুবে গিয়েছে।

হাদীস নং-২৫

الحديث الخامس والعشرون قال: اخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. (২৫)

ইমাম বায্যার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার আহলে বাইত হলো হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কিশ্তীর ন্যায়। যারা এতে আরোহন করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা তা পরিত্যাগ করেছে তারা (সাগরে) নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

হাদীস নং-২৬

الحديث السادس والعشرون قال: اخرج الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. (২৬)

ইমাম ত্বাবরানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবূ যার গেফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের জন্য আমার আহলে বাইত হলেন- হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের নিকট হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কিশতীর ন্যায়। যারা এতে আরোহণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা তা থেকে পেছনে পড়ে রয়েছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

হাদীস নং-২৭

الحديث السابع والعشرون قال: اخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل حطة بني إسرائيل من دخله غفر له. (২৭)

ইমাম ত্বাবরানী 'মু'জামে আওসাত্ব'-এ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

আমার আহলে বায়ত-এর উদাহরণ হলো হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কিশতীর ন্যায়, যারা এতে আরোহন করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা তা থেকে পিছু হটেছে তারা ডুবে মরেছে।

আর তোমাদের জন্য আমার আহলে বাইত হলো বনী ইসরাঈলের জন্য 'বাবে হিত্ত্বা'-এর ন্যায়। (বনী ইস্রাঈলের ক্ষমার জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাসে 'আমাদের গুনাহর ক্ষমা হোক' বলতে বলতে প্রবেশের জন্য নির্দ্ধারিত দরজার মতো) যারা এতে প্রবেশ করেছিল তারা পাপ মার্জনা পেয়েছিল।

হাদীস নং-২৮

الحديث الثامن والعشرون قال: اخرج ابن النجار في تاريخه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله وحب أهل بيته. (২৮)

ইবনুন্ নাজ্জার তাঁর 'তারীখ'-এ হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক কিছুর একটি ভিত্তি বা বুনিয়াদ আছে। আর ইসলামের ভিত্তি বা বুনিয়াদ হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এবং তাঁর পবিত্র বংশধরদের ভালবাসা।

হাদীস নং ২৯

الحديث التاسع والعشرون قال: اخرج الطبراني عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني عصبتهم فأنا أبوهم. (২৯)

ইমাম তবরানী হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক মহিলার সন্তানদের বংশ পরিচিতি নির্ণয় করা হয় সন্তানের

পিতার দিক থেকে; একমাত্র হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সন্তানগণ ছাড়া। কেননা আমিই হলাম তাদের বংশীয় ধারার পূর্বপুরুষ। (অর্থাৎ হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সন্তানদের বংশ পরিচিতি হবে হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মাধ্যমেই; মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাধ্যমে নয়।)

হাদীস নং-৩০

الحديث الثلاثون قال: اخرج الطبراني عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم الا ولدي فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما. (৩০)

ইমাম তাবরানী হযরত ফাতেমা আয্-যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক মায়ের সন্তানদের নিসবত বা বংশীয় ধারা সম্পৃক্ত তাদের স্বগোত্রীয় তথা পিতৃ বংশীয়দের দিকে; কিন্তু আমার মেয়ে হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার দুই ছেলে হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বিষয় ভিন্ন। কারণ, আমিই হলাম তাদের উভয়ের অভিভাবক এবং তাদের বংশীয় ধারার পূর্বপুরুষ।

হাদীস নং-৩১

الحديث الحادي والثلاثون قال: اخرج الحاكم عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا إبني فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما. (৩১)

হাকেম নিসাপুরী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক মায়ের সন্তানদের একেকটি স্বগোত্র

রয়েছে, যারা সে দিকে সম্পৃক্ত হয় হযরত ফাতেমার উভয় পুত্রসন্তান ব্যতিরেকে। কারণ আমিই তাদের উভয়ের অভিভাবক এবং তাদের বংশীয় পরিচিতির মূল ধারা।

হাদীস নং-৩২

الحديث الثاني والثلاثون قال :اخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس حينما خطب بنت علي رضي الله عنه: ألا تهنئوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا نسبي وسببي. (৩২)

ইমাম তাবরানী তাঁর 'মু'জাম আল-আওসাত'-এ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মেয়ে (উম্মে কালসূম ফাতেমা)কে বিবাহ করলেন তখন আমি তাঁকে লোক সমক্ষে বলতে শুনেছি: তোমরা কি আমাকে শুভেচ্ছা জানাবে না? কেননা আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- 'ক্বিয়ামত দিবসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সকল অবলম্বন বা উপায় এবং বংশীয় সম্পর্ক- একমাত্র আমার অবলম্বন এবং আমার বংশীয় সম্পর্ক ব্যতিরেকে।

হাদীস নং-৩৩

الحديث الثالث والثلاثون قال: اخرج الطبراني عن بن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب وحسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. (৩৩)

ইমাম তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক অবলম্বন, বংশীয় সম্পর্ক এবং গোত্রীয় মর্যাদা ছিন্ন হয়ে যাবে ক্বিয়ামত দিবসে একমাত্র আমার অবলম্বন এবং আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া।

হাদীস নং-৩৪

الحديث الرابع والثلاثون قال: اخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. (৩৪)

ইমাম ইবনে আসাকির তাঁর 'আত্ তারীখ'-এ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ক্বিয়ামত দিবসে কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একমাত্র আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে।

হাদীস নং-৩৫

الحديث الخامس والثلاثون قال: اخرج الحاكم عن بن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. (৩৫)

হাকেম তাঁর 'মুস্তাদ্রাক'-এ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, সৈয়্যদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারকারাজি হলো আসমানবাসীর জন্য রক্ষাকারী ও নিরাপত্তা ডুবে যাওয়া বা নিমজ্জিত হওয়া থেকে। আর আমার আহলে বায়ত হলো আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা-বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে। যদি আরবের কোন গোত্র তাঁদের সাথে বিরোধ করে তাহলে তারা নিজেরা পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিরোধে লিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা ইবলীস শয়তানের দলভুক্ত হয়ে পড়বে।

হাদীস নং-৩৬

الحديث السادس والثلاثون قال: اخرج الحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ انه لايعذبهم. (৩৬)

হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক'-এ হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে যারা তাওহীদ-এর উপর বিশ্বাস করবে এবং আমার প্রচারিত দায়িত্বের সাক্ষ্য দেবে, তাদের কাউকে কোন ধরনের শাস্তি প্রদান করবেন না।

হাদীস নং-৩৭

الحديث السابع والثلاثون قال : اخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى(ولسوف يعطيك ربك فترضى] قال من رضا محمد صلى الله عليه وسلم أن لايدخل احد من أهل بيته النار. (৩৭)

ইমাম ইবনে জারীর তাঁর 'তাফসীর-এ ত্বারী'তে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আপনাকে অচিরে এমন নি'মাত দান করবেন, যাতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন) [সূরা দ্বোহা, আয়াত: ৬] -এ আয়াত প্রসঙ্গে এরশাদ করেন, "হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি ও খুশি হলো- তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ না করা।"

হাদীস নং- ৩৮

الحديث الثامن والثلاثون قال: اخرج البزار وأبو يعلى و العقيلي والطبراني وابن شاهين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ." (৩৮)

ইমাম বায্যার, আবূ ইয়া'লা, ওক্বাইলী, ত্বরানী ও ইবনে শাহীন হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করেন, নিশ্চয় হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর সতীত্ব-সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর আওলাদগণকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীস নং-৩৯

الحديث التاسع والثلاثون قال(اخرج الطبراني عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ " : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ، وَلا وَلَدِكِ.. " (৩৯)

ইমাম ত্বরানী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুহাকে উদ্দেশে করে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে কখনও আযাব বা শাস্তি প্রদান করবেন না।

হাদীস নং-৪০

الحديث الأربعون قال: اخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. وحسنه الترمذي. (৪০)

ইমাম তিরমিযী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে মানব সকল! আমি তোমাদের নিকট এমন দু'টি অতি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, যে দুইটি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো, কিতাবুল্লাহ্, আর অপরটি হলো- আমার 'ইতরত' বা বংশধর।

হাদীসনং-৪১

الحديث الحادي والأربعون قال: الخطيب البغدادي في تاريخه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي. [৪১]

খতিব আল-বাগদাদী তাঁর 'তারীখে বাগদাদ'-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার শাফা'আত আমার উম্মতদের মধ্যে একমাত্র তাদের জন্য, যারা আমার আহলে বাইতকে ভালবাসে।

হাদীস নং-৪২

الحديث الثاني والأربعون قال: اخرج الطبراني عن بن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي. [৪২]

ইমাম ত্বাবরানী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: আমি আমার উম্মতদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাদের জন্য শাফা'আত করব, তারা হল, আমার আহলে বায়ত।

হাদীস নং-৪৩

الحديث الثالث والأربعون قال: اخرج الطبراني عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا : بلى يارسول الله قال فإني سائلكم عن اثنين عن القرآن وعترتي. [৪৩]

ইমাম ত্বাবরানী হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহ্ফা নামক স্থানে খোতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, "আমি কি তোমাদের নিকট তোমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয় নই? "তখন সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বললেন, "হাঁ, অবশ্যই ইয়া

রাসূলাল্লাহ্।" তখন প্রিয়নবী এরশাদ করলেন, "আমি তোমাদেরকে (ক্বিয়ামত দিবসে) দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবঃ ক্বোরআনুল করীম সম্পর্কে এবং আমার 'ইতরত' তথা আহলে বায়ত সম্পর্কে।

হাদীস নং-৪৪

الحديث الرابع والأربعون قال: اخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه وعن محبتنا أهل البيت. [৪৪]

ইমাম ত্বাবরানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ক্বিয়ামত দিবসে কোন বান্দার উভয় পা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হবে না, যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে চারটি বিষয়েঃ **এক.**তার জীবন বা হায়াত সম্পর্কে, যা সে কোথায় শেষ করেছে, **দুই.** তার দেহ সম্পর্কে, যা সে কোথায় ক্ষয় করেছে, **তিন.** তার মাল সম্পর্কে, যা সে কোথায় ব্যয় করেছে এবং কোথা থেকে তা আয় করেছে এবং **চার.** আমাদের তথা আহলে বায়ত-এর ভালবাসা সম্পর্কে।

হাদীস নং-৪৫

الحديث الخامس والأربعون قال: اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أولَ مُنْ يرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَهْلُ بَيْتِي. [৪৫]

ইমাম দাইলামী তাঁর 'মুসনাদে ফেরদৌস'-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যারা আমার 'হাওযে কাওসার' এ অবতরণ করবে, তারা হলো– আমার আহলে বায়ত।

হাদীস নং-৪৬

الحديث السادس والأربعون قال: اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّبوا أولادَكم على ثلاث خصال :حبّ نبيكُم و حبّ أهل بيته و على قراءة القرآن فإنّ حملة القرآن في ظلّ الله يومَ لا ظلَّ إلاّ ظِلُّه مع أنبياءه و أصفياءه. (٤٦)

ইমাম দাইলামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিনটি বিষয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা শিক্ষা দাওঃ

এক. তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা, **দুই.** তাঁর পবিত্র বংশধরের প্রতি ভালবাসা এবং **তিন.** পবিত্র ক্বোরআনের তেলাওয়াতের। কেননা পবিত্র ক্বোরআনের বহনকারী (হিফাজতকারী ও তেলাওয়াতকারী)গণ ক্বিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ পাকের ক্বুদরতের ছায়ার নিচে স্থান পাবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলার ক্বুদরতের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। আর তারা থাকবে তাঁর সম্মানিত নবীগণ আলায়হিস্ সালাম এবং চয়নকৃত বান্দাগণের সাথে।

হাদীস নং-৪৭

الحديث السابع والأربعون قال: اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي وأصحابي. (٤٧)

ইমাম দাইলামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ক্বিয়ামত দিবসে পুলসিরাতের উপর ওই ব্যক্তিই সর্বাধিক অটল, অবিচল ও স্থির থাকতে পারবে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার আহলে বায়ত এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসায় অধিক অনড় ও অবিচল থাকবে।

হাদীস নং-৪৮

الحديث الثامن والأربعون قال : اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه. (٤٨)

ইমাম দাইলামী তাঁর 'আল ফেরদৌস'-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, চার শ্রেণীর মানুষের জন্য আমি ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবঃ **এক.** আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী, **দুই.** তাদের চাহিদা পূরণকারী, **তিন.** তাদের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকারী, বিশেষ করে যখন কোন ক্ষেত্রে তারা নিরূপায় হয়ে পড়ে এবং **চার.** তাদের প্রতি হৃদয় ও রসনায় ভালবাসা প্রদর্শনকারী।

হাদীসনং-৪৯

الحديث التاسع والأربعون قال: اخرج الديلمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتد غضب الله على من آذاني في عترتي. (٤٩)

ইমাম দাইলামী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ কঠোর ভাবে আপতিত হবে তাদের উপর, যারা আমাকে কষ্ট দেবে আমার আহলে

বায়তকে নিয়ে। অর্থাৎ আমার আহলে বায়তকে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দেবে।

হাদীস নং-৫০

الحديث الخمسون قال: أخرج الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الآكل فوق شبعه والغافل عن طاعة ربه والتارك لسنة نبيه والمخفر ذمته والمبغض عترة نبيه والمؤذي جيرانه. (٥٠)

ইমাম দাইলামী হযরত আবূ হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন তাদের উপর যারা পরিতৃপ্তির অধিক আহার করে, যারা স্বীয় রবের আনুগত্যে অবহেলা করে, যারা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতকে তরক করে, যারা তাঁর জিম্মাদারী বা দায়িত্ব খর্ব করে, যারা তাঁর পবিত্র বংশধরকে অপছন্দ করে এবং যারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়।

হাদীস নং-৫১

الحديث الحادي والخمسون قال: اخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي والأنصار كرشي وعيبتي وأصحابي موضع مسرتي وأمانتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. (٥١)

ইমাম দাইলামী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার আহলে বায়ত ও আনসারীগণ হলেন আমার পাকস্থলী ও ত্বকের ন্যায়। আর আমার সাহাবীগণ হলেন আমার আনন্দ ও আমানতের স্থান। সুতরাং তোমরা তাদের ভাল দিকগুলো গ্রহণ কর এবং খারাপ দিকগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

হাদীস নং-৫২

الحديث الثاني والخمسون قال: اخرج أبو نعيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَنْ أَوْلَى

رجَلاً منْ بنَي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعْرُوفاً فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَقْدِرِ الْمُطَّلِبِيُّ عَلَى مُكَافَأَتِهِ ، فَأَنَا أُكَافِئُهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." (٥٢)

ইমাম আবূ নু'আয়ম হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হযরত আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বংশধরের প্রতি যে কেউ এ দুনিয়াতে যে কোন ধরনের উপকার করবে, আর আবদুল মুত্তালিবের বংশীয়রা যদি তার প্রতিদান শোধ করতে নাও পারে; কিন্তু আমি ক্বিয়ামত দিবসে ওই ব্যক্তিকে তাঁদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করব।

হাদীস নং-৫৩

الحديث الثالث والخمسون قال: اخرج الخطيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع صنيعة إلى أحد من خلف عبد المطلب في الدنيا فعلي مكافأته إذا لقيني. (٥٣)

খত্বীব বাগদাদী হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে কেউ হযরত আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরবর্তী আওলাদদের প্রতি কোন প্রকার ভাল আচরণ করবে এ দুনিয়াতে, সে ব্যক্তির জন্য আমার উপর অবধারিত হয়ে গেল তার যথাযথ প্রতিদান দেওয়া তখনই, যখন সে হাশরের ময়দানে আমার সাথে সাক্ষাত করবে।

হাদীস নং-৫৪

الحديث الرابع والخمسون قال: اخرج ابن عساكرِ عن علِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلمصنعَ إلىِ أحد مِنْ أهْلِ بيْتي يدًا كَافَأْتُهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" . (٥٤)

ইমাম ইবনে আসাকির হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার আহলে বায়তের কারো প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করবে, আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিনে তার যথাযথ পুরস্কার প্রদান করব।

হাদীস নং-৫৫

الحديث الخامس والخمسون قال: اخرج البارودي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. (৫৫)

ইমাম বারুদী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো- ১. আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল্ কুরআন। এটি এমন এক মাধ্যম যার এক দিক আল্লাহ তা'আলা মহান ক্বুদরতের হাতে আর অপর দিকটি তোমাদের হাতে এবং ২. আমার 'ইতরত' আমার আহলে বায়ত। এ দু'টি আমার হাওযে কাওসার-এ অবতরণ করা পর্যন্ত কখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

হাদীস নং-৫৬

الحديث السادس والخمسون قال: اخرج احمد والطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. (৫৬)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং ইমাম ত্বরানী হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য দু'টি মহান খলিফা বা প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছিঃ একটি হলো- আল্লাহ তা'আলার কিতাব,

যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত একটি সুদৃঢ় রজ্জু। আর অপরটি হলো- আমার 'ইতরত' আমার আহলে বায়ত। এ দু'টি খলীফা ক্বিয়ামত দিবসে আমার হাওযে কাওসার এ অতরণ করা পর্যন্ত একটুও পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হবে না।

হাদীস নং-৫৭

الحديث السابع والخمسون قال: اخرج الترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي. (৫৭)

ইমাম তিরমিযী তাঁর 'সুনান'-এ ও ইমাম হাকিম তাঁর 'মুসতাদ্‌রাক'-এ এবং ইমাম বাইহাক্বী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'শু'আবুল ঈমান'-এ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, (যেটি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি নিসবত করেছেন) এবং তিনি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন, ছয় শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা এবং প্রত্যেক মাক্ববূল নবীগণ আলায়হিস্ সালাম লা'নত করেছেন। তারা হলো- ১. আল্লাহ তা'আলার কিতাবে কোন কিছু অতিরিক্তকারী, ২. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরকে অবিশ্বাসকারী, ৩. কোন যালিম শাসক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যারা এ ক্ষমতা দ্বারা খোদা কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মান করে এবং যারা আল্লাহ কর্তৃক অসম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত স্থান প্রদান করবে, ৪. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধকে যারা বৈধ করে নেয়, ৫. যারা আমার আহলে বায়তের প্রতি এমন আচরণ করাকে সিদ্ধ মনে করে, যা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন এবং ৬. আমার সুন্নাতকে ত্যাগকারী।

হাদীস নং-৫৮

الحديث الثامن والخمسون قال: اخرج الديلمي في الأفراد والخطيب في المتفق عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والراغب عن سنتي إلى بدعة والمستحل من عترتي ما حرم الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمرتد أعرابيا بعد هجرته. [৫৮]

ইমাম দাইলামী তাঁর 'আল্ আফরাদ'-এ এবং খতীব তাঁর 'আল্ মুত্তাফাক্ব' হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ছয় শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ও মাক্ববূল নবীগণ অভিশাপ করেছেন। আর তারা হলো- ১. কিতাবুল্লাহতে সংযোজনকারী, ২. আল্লাহর তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, ৩. আমার সুন্নাতকে ত্যাগ করে বিদ'আতের দিকে ধাবিতকারী, ৪. আমার ইতরতের সাথে এমন কোন আচরণকে বৈধতা প্রদানকারী, যা খোদা কর্তৃক হারাম করা হয়েছে, ৫. আমার উম্মতের উপর যুলুম ও প্রতাপ সহকারে ক্ষমতা প্রয়োগকারী, যার মাধ্যমে সম্মানিতরা অপমানিত এবং অপমানিতরা সম্মানিত হয় এবং ৬. তাঁর হিজরতের পর কেউ বেদুইনত্ব গ্রহণ পূর্বক ধর্মত্যাগী।

হাদীস নং-৫৯

الحديث التاسع والخمسون قال: اخرج الحاكم في تاريخه والديلمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من حفظهن حفظ الله له دينه ودنياه ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئا حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي. [৫৯]

হাকেম তাঁর 'আত্ তারীখ'-এ এবং দাইলামী তার 'মুসনাদ'-এ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিনটি বিষয়কে যারা সংরক্ষণ ও হেফাযত করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বীন ও দুনিয়াকে হেফাযত করবেন, আর যারা তা খোয়াবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কোন কিছুই হেফাযত করবেন না। আর এগুলো হলো– ১.

ইসলামের সম্মান, ২. আমার সম্মান এবং ৩. আমার রেহেম বা রক্ত সম্পর্কের সম্মান।

হাদীস নং-৬০

الحديث الستون قال: اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس العرب وخير العرب قريش وخير قريش بنو هاشم. [৬০]

ইমাম দাইলামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আরবজাতি। আর আরব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ক্বোরাইশ এবং ক্বোরাইশদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো হাশেমী বংশীয়রা।

সমাপ্ত

পাদটীকা/গ্রন্থপঞ্জী

ط.مصر) ، عن العباس (رض) . وط : ص٢٣٠ ـ ٢٣١ . ورواه علي المتقي الهندي في « منتخب كنز العمال » (المطبوع بهامش المسند ج٥ ص٩٣ ط الميمنية بمصر) روى الحديث من طريق ابن ماجة و الروياني و ابن عساكر عن محمّد بن كعب القرظي عن العبّاس . و القندوزي في «ينابيع المودّة » (ص٢٣١ ط اسلامبول) نقلاً عن الفردوس . و البدخشي في « مفتاح النجا » (ص١٠ على ما في الإحقاق ٩ : ٤٥٠ الحديث ٥٢) روى الحديث نقلاً من طريق الحافظ أبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة الربيعي القزويني و أبي بكر محمّد بن هارون الروياني و الطبراني في الكبير و ابن عساكر عن محمّد بن كعب القرظي عن العبّاس (رض) . و الحضرمي في « وسيلة المآل » (ص١٩٨). و القلندر في «الروض الأزهر » (ص٣٥٧ ط حيدر آباد) . وفي « آل بيت النبي » لأبي لف المصري (ص٩٤ دار التعاون بمصر) . والنبهاني في « الفتح لكبير » (ج٣ ص٨٥ ط مصر) . واللكهنوتي في «مرآة المؤمنين» (ص٥) . والشيخ محمّد الصبّان المصري في « إسعاف الراغبين » (المطبوع بهامش نور الأبصار ص١٢٣ ط مصر) . والسيد أبو بكر الحضرمي في « رشفة الصادي » (ص٤٦ ط القاهرة بمصر) . والنبهاني في «الشرف المؤبّد » (ص٧٤ ط مصر) . والسمهودي في « الإشراف على فضل الأشراف » (ص٧٥) . والمولى عليّ بن حسام الدين الهندي في « كنز العمال » (ص٨٣ ج١٣ ط حيدر آباد دكن) . و المولوي الشيخ محمّد مبين الهندي الفرنكي المحلي في « وسيلة النجاة » (ص٤٦ ط گلشن فيض لكنهو . احياء الميت : ص٩ ح٤. و نقله السيوطي أيضاً في كتابه الدّر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : (قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْراً)قال : « دخل العباس على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّا لنَخرُج فنَرى قريشاً تُحدِّث فإذا رأونا سكتُوا ، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)و درَّ عرق بين عينيه ثم قال : و الله لا يدخل قلبَ امرىء مسلم ايمان حتّى يحبّكم لله و لقرابتي.«- و نقله الطبري في كتابه « ذخائر العقبى » (ص٩) عن ابن عباس نقل الحديث مثل ما رواه السيوطي الى أن قال : فقال : إنّا لنَخرُج فنَرى قريشاً تُحدِّث فإذا رأونا سكتُوا ، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله)و درَّ عرق بين عينيه ثم قال : و الله لا يدخل قلبَ امرىء مسلم ايمان حتّى يحبّكم لله و لقرابتي. « روى العلاّمة الزرندي الحنفي ، قال : عن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يؤمن رجل حتى يحب أهل بيتي لحبّي » فقال عمر بن الخطّاب :و ما علامة حبّ أهل بيتك ؟ قال : هنا ، و ضرَبَ بيده على عليّ. (نظم درر السمطين : ٢٣٣ ط مطبعة القضاء. ورواه القندوزي في «ينابيع المودة: ٢٧٢» وابن حجر في الصواعق (ص٢٢٨ ط.عبداللطيف بمصر) وباكثير الحضرمي في «وسيلة المآل» ص٦٣.) وروى العلاّمة الشبلنجي قال:و روى أبو الشيخ عن عليّ كرّم الله وجهه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مُغضباً حتى استوى على المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي ، و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يُحبّني ، و لا يُحبّني حتى يحبّ ذريّتي(نور الأبصار : ص١٠٥ ط مصر). وروى الحافظ جلال

1- (رواه الطبري في " جامع البيان"١١:١٤٤، والمحب الطبري في " ذخائر العقبى" ص٣٣، وعزاه لابن السري والسيوطي في " الدر المنثور"٥:٧٠٧، انظر " إحياء الميت بفضائل أهل البيت" للسيوطي رحمه الله.)

2- (رواه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن"٨:٢١، الفخر الرازي " التفسير الكبير"٢٧:١٦٦، والطبراني في " المعجم الكبير" ٣:٤٧(٢٦٤١)/١١:٣٥١(١٢٢٥٩)، وأشار إليه السيوطي في كتابي" الدر المنثور" و" إحياء الميت بفضائل أهل البيت.")

3- (رواه القرطبي: " الجامع لأحكام القرآن" ٨:٢٤، والسمهودي في " جواهر العقدين"٢:١٣ والدولابي في " الذرية الطاهرة" ص٧٤، حديث رقم ١٢١ من قول الحسن بن علي، والسيوطي في الدر المنثور وإحياء الميت بفضائل أهل البيت.)

4- (رواه جماعة من أعلام القوم وأساطين المحدّثين، منهم 1 ـ الديلميّ في الفردوس على ما في مناقب عبدالله الشافعي |ص ١٢|روى بسند يرفعه إلى العبّاس عمّ النبيّ "صلى الله عليه وآله"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": ما بال أقوام يتحدّثون بينهم، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتّى يحبّهم لله ولقرابتي 2 ـ المفسّر الكبير ابن كثير في تفسيره عند آية المودّة 3 ـ الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد في كتابه القول الفصل |١: ٤٩٧ ط. جاوا|وقال في ذيل |١: ٦٤|: هذا حديث رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد بن منصور، والحاكم، ومحمّد بن نصر المروزي، والنسائي، والطبراني، والخطيب البغدادي، وابن عساكر، وابن النجار، والروياني من طرق متعدّدة، وصحّح الاحتجاج به ابن تيميّة. 4 ـ ابن حجر في صواعقه |ص ١٨٥ ط. مصر 5.|ـ المتّقي الهندي في منتخب الكنز هامش مسند الإمام أحمد |٥: ٩٣ ط. الميمنيّة بمصر 6.|ـ القندوزي في الينابيع |ص ٢٣١ ط. إسلامبول 7.|ـ القلندر في الروض الأزهر |ص ٣٥٧ ط. حيدرآباد 8.|ـ الصبّان في إسعاف الراغبين هامش نور الأبصار |ص ١٢٣ ط. مصر 9.|ـ ابن شهاب الدين العلوي في رشفته |ص ٤٦ ط. القاهرة10.|ـ النبهاني في الفتح الكبير |٣: ٨٥ ط. مصر| وفي كتابه الشرف المؤبّد |ص ١٧٩ ط. الحلبي وأولاده.| 11- إحقاق الحقّ |٩: ٤٥٠ ـ ٤٥١.|

روى العلامة ابن شيرويه الديلمي ، بسند يرفعه إلى العباس عَمّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما بال أقوام يتحدّثون بينهم فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم ، و الله لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتّى يحبّهم لله و لقرابتهم منّي. رواه (أحمد ١/٢٠٧ رقم ١٧٧٣ شاكر وحسنه مصطفى العد وي في الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص ٤٤٥. فردوس الأخبار : ص١٢ (مخطوط. (ـ و رواه ابن حجر الهيثمي في «الصواعق» : (ص١٨٥

الدين السيوطي قال: أخرَجَ أحمد و الترمذي و صحّحهُ و النسائي و الحاكم عن المطلب بن ربيعة قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : « و اللّه لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان حتّى يحبّكم للّه و لقرابتي »(احياء الميت : ص٩ ح٤. نقله السيوطي أيضاً في كتابه الدّر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : (قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْراً)قال : « دخل العباس على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّا لنَخرُج فنَرى قريشاً تُحدِّث فإذا رأونا سكتُوا ، فغضب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) و درَّ عرق بين عينيه ثم قال : و اللّه لا يدخل قلبَ امرىء مسلم ايمان حتّى يحبّكم للّه و لقرابتي.«

ـ و نقله الطبري في كتابه « ذخائر العقبى » (ص٩) عن ابن عباس نقل الحديث مثل ما رواه السيوطي الى أن قال : فقال : إنّا لنَخرُج فنَرى قريشاً تُحدِّث فإذا رأونا سكتُوا ، فغضب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)و درَّ عرق بين عينيه ثم قال : و اللّه لا يدخل قلبَ امرىء مسلم ايمان حتّى يحبّكم للّه و لقرابتي. «

) و روى المولى محمّد صالح الكشفي الحنفي قال : قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم :(عاهدني رَبّي أنْ لا يقبل إيمان عبد إلاّ بمحبّة أهل بيتي » عن خلاصة الأخبار(المناقب المرتضوية : ص٩٩ ط بمبي.. و روى الحافظ الطبراني في ترجمة عبيد اللّه بن جعفر من المعجم الصغير(ج١ ص٢٣٩.): باسناده عن اسحاق بن واصل الضبّي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليه السلام) ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : أتى العباس بن عبد المطلب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا رسول اللّه انّي أتَيتُ قوماً يتحدّثون فلمّا رأوني سكتوا و ما ذاك إلاّ أنّهم يستثقلوني ، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : قد فعلوها ؟ و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّكم بحبّي ، أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي و لا يرجوه بنو عبد المطلب(وذيل الكلام رواه الطبراني أيضاً في ترجمة محمّد بن عون السيرافي من «المعجم الصغير» (ج٢ ص٩٦.

روى العلاّمة الشيخ محمد بن علي الحنفي المصري في كتابه « اتحاف أهل الاسلام »(نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق) في حديث جامع لفضائل أهل البيت : قال:

و روى الديلمي و الطبراني و أبو الشيخ و ابن حبّان و البيهقي مرفوعاً انّه(صلى الله عليه وآله وسلم)قال:

لا يُؤمن عبدَ إلا حين أكون أحبَّ إليهِ من نفسه و تكون عترتي أحَبَّ إليهِ من عترتي ، و أهلي أحَبَّ إليهِ من أهلهِ ، و ذاتي أحَبَّ إليهِ من ذاتِه(و روى الحافظ ابن حجر الهيثمي في « الصواعق المحرقة » (ص٢٣٠ ط٢) قال : أخرجه البيهقي.

ـ و روى العلاّمة الشبلنجي في « نور الأبصار » (ص١٠٥ ط مصر) قال:

وروى ابن الشيخ عن علي كرّم اللّه وجهه قال:

خرج رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مُغضباً حتّى استوى على المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال : ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي ، و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحبني ، و لا يحبني حتّى يحبّ ذريتي.

ـ و رواه العلاّمة الأمَرتسري في « أرجح المطالب » (ص٣٤٢ ط لاهور. (

ـ و الشيخ محمد الصبان المالكي في « إسعاف الراغبين » (ص١٢٣ المطبوع بهامش نور الأبصار. (

ـ و رواه العلاّمة الشيخ أحمد با كثير الحضرمي في « وسيلة المآل » (ص٦١ على ما في الإحقاق ١٨ : ٤٨٥ ح٦٢): روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، عن أبيه رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): لا يؤمن عبدٌ حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه ، و تكون عترتي أحبّ إليه من عترته ، و يكون أهلي أحبّ إليه من أهله ، و تكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته . أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » و أبو الشيخ في « العظمة و الثواب » و الديلمي في « مسنده. «

ـ و العلاّمة محمّد بن محمّد بن سليمان المغربي المالكي في « جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد» (ص١٨ ط المدينة المنورة. (

ـ و السيد عبد اللّه الحسيني الحنفي في « الدرّة اليتيمة » (على ما نقله الاحقاق ١٨ : ص٤٨٦) . عن البيهقي في « شعب الإيمان » و أبو الشيخ في « الثواب » و الديلمي في « مسنده « ـ والعلامة محمد المغربي المالكي في «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الفوائد» (ص١٨ ط المدينة المنورة.) (روى المحدث أحمد بن حجر الهيثمي المكي قال :و صحَّ أنّ العباس قال :يا رسول اللّه إنّ قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . فغضب (صلى الله عليه وآله وسلم) غضباً شديداً و قال : و الذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبّهم للّه و لرسوله.

وفي رواية لابن ماجة عن ابن عباس : كنا نلقى قريشاً وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فقال : مابال اقوامٍ يتحدثون فاذا رأوا الرجال من اهل بيتي قطعوا حديثهم ، واللّه لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبّهم للّه ولقرابتهم مني.

و في أخرى عند أحمد و غيره : حتّى يحبّهم للّه و لقرابتي.

و في أخرى للطبراني : جاء العبّاس رضي اللّه عنه الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّك تركت فينا ضغائن منذ أن صنعت الذي صنعت - أي بقريش و العرب - فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يبلغ الخير - أو قال الايمان - عبدٌ حتّى يحبّكم للّه و لقرابتي ، أترجو سهلب - أي حي من مراد - شفاعتي و لا يرجوها بنو عبد المطلب.

و في أخرى للطبراني :أنّ العبّاس رضي اللّه عنه أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال : يا رسول اللّه انّي انتهيت الى قوم يتحدّثون فلمّا رأوني سكتوا و ما ذاك إلاّ أنّهم يبغضونا ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : أو قد فعلوها ! و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدٌ حتّى يُحبّكم لحبّي ، أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي و لا يرجوها بنو عبد المطلب ؟! و في حديث بسند ضعيف : انّه (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج مغضباً فرقى المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال : ما بال رجال يؤذوني في أهل بيتي ، و

الذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتّى يحبّني و لا يحبّني حتّى يحبّ ذويّ! و في رواية للبيهقي و غيره :أنّ نسوة عيّرن بنت أبي لهب بأبيها فغضب (صلى الله عليه وآله وسلم)و اشتدّ غضبه فصعدالمنبر ثم قال : مالي أوذى في أهلي فو اللّهإنّ شفاعتي لتنال قرابتي . و في رواية : ما بال أقوام يؤذونني في نسبي و ذوي رحمي ، ألا و من آذى نسبي و ذوي رحمي فقد آذاني ، و من آذاني فقد آذى اللّه . و في أخرى : ما بال رجال يؤذوني في قرابتي، ألا مَن آذى قرابتي فقد آذاني ، و من آذاني فقد آذى اللّه تبارك و تعالى.

و روى المحدّث ابن حجر الهيثمي في « الصواعق المحرقة »(الصواعق المحرقة : ص٢٣١ ط٢) قال:و روى الطبراني أنّ أمّ هاني أخت علي رضي اللّه عنهما بدا قرطاها ، فقال لها عمر :إنّ محمّداً لا يغني عنك من اللّه شيئاً ، فجاءت إليه و فأخبرته ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تزعمون أنّ شفاعتي لا تنال أهل بيتي ، و انّ شفاعتي تنال صداء و حكما - و هما قبيلتان من عرب اليمن. -

و روى البزار أنّ صفية عمّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفي لها ابن فصاحت فصبّرها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخرجت ساكتة ، فقال لها عمر : صراخك ، إنّ قرابتك من محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تغني عنك من اللّه شيئاً فبكت فسمعها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و كان يكرمها و يحبّها ، فسألها فأخبرته بما قال عمر فأمر بلالاً فنادى بالصلاة فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام يزعمونأنّ قرابتي لا تنفع ؟! كلُّ سبب و نسب ينقطع يوم القيامة إلاّ نسبي و سببي فانّها موصولة في الدنيا و الآخرة .. الحديث بطوله!

و صحّ أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال على المنبر» :ما بال رجال يقولون أنّ رحم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تنفع قومه يوم القيامة ، و اللّه إنّ رحمي موصولة في الدنيا و الآخرة ، و إنّي أيّها النّاس فرطكم على الحوض «

و روى ابن حجر الهيثمي ، قال : و في رواية أخرى : و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ بي حتّى يحبّني و لا يحبّني حتّى يُحبّ ذويّ » فأقامهم مقام نفسه ، و من ثمّ صحّ أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تَضلُّوا كتاب اللّه و عترتي ، و أُلحقوا به أيضاً في قصة المباهلة في آية : (فَلْ تَعَالَوا نَدعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُم) الآية فغدا (صلى الله عليه وآله وسلم) مُحتضناً الحسن آخذاً بيد الحسين و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفها ، و هؤلاء هم أهل الكساء ، فهم المراد في آية المباهلة ، كما أنّهم من جملة المراد بآية : (إِنّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْت) فالمراد بأهل البيت فيها و في كلّ ما جاء في فضلهم أو فضل الآل أو ذوي القربى جميع آله (صلى الله عليه وآله وسلم) و هم مؤمنوا بني هاشم و المطلب ، و خبر : آلي كلّ مؤمن تقي ، ضعيف بالمرّة و لو صحّ لتأيّد به ، جمع بعضهم بين الاحاديث بأنّ الآل في الدّعاء لهم في نحو الصّلاة يشمل كلّ مؤمن تقي ، و في حرمة الصدقة عليهم يختصّ بمؤمن بني هاشم و المطّلب ، و أيّد ذلك الشمول بخبر البخاري : ما شبع آل

محمّد من خبز مأدوم ثلاثاً ، اللّهم اجعل رزق آل محمّد قوتاً ، و في قول :أنّ الآل هم الأزواج و الذّريّة فقط(الصواعق المحرقة : ص١٤٥ ط٢)

أقول : هذا رأي ابن حجر في ادخال الازواح في الآل والأهل والعترة لتشملهم آية التطهير ، وهو خلاف الحق والواقع. روى العلاّمة الشيخ محمد بن علي الحنفي المصري في كتابه « اتحاف أهل الإسلام »(نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق على ما نقله في احقاق الحق : ج١٨ ص٥٤٤.) حديثاً جامعاً في فضائل أهل البيت (عليهم السلام) قال فيه:

و صحّ أنّ العباس شكى الى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تفعل قريش من تعبيسهم في وجوههم و قطعهم حديثهم عند لقائهم ، فغضب (صلى الله عليه وآله وسلم) غضبا شديداً حتّى احمرّ وجهه و دَرّ عِرقٌ بين عينيه و قال : و الذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى يحبّكم للّه و لرسوله.

و في رواية صحيحة أيضاً: ما بال أقوام يتحدّثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قَطعوا حديثهم ، و اللّه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى يحبّهم لقرابتهم منّي.

و في أخرى : و الذي نفسي بيده لا يدخلوا الجنّة حتى يؤمنوا و لا يؤمنوا حتّى يُحبّوكم للّه و لرسوله ، أيرجون شفاعتي و لا ترجوها بنو عبد المطلب.

و روى الديلمي و الطبراني و أبو الشيخ و ابن حبّان و البيهقي مرفوعاً أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا يؤمن عبدٌ إلاّ حين أكون أحبّ إليه من نفسه و تكون عترتي أحبّ إليه من عترته ، و أهلي أحبّ إليه من أهله ، و ذاتي أحبّ إليه من ذاته.

و روى أبو الشيخ عن علي كرّم اللّه وجهه قال : خرج رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مغضباً حتّى استوى على المنبر فحمد اللّه ثمّ أثنى عليه ثمّ قال : ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي ، و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتّى يحبّني و لا يحبّني حتّى يحبّ ذرّيّتي.

و لذا قال أبو بكر رضى اللّه تعالى عنه : صلة قرابة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)أحبّ إليّ من صلة قرابتي.

(13)و في رواية ابن حجر قال و صحّ أنّ العبّاس شكا الى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يلقون من قريش من تعبيسهم في وجوههم و قطعهم حديثهم عند لقائهم ، فغضب(صلى الله عليه وآله وسلم)غضبا شديدا حتّى احمرّ وجهه ودرّ عرق ما بين عينيه و قال : «و الذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى يحبّكم للّه و لرسوله»(١٤).

و في رواية صحيحة أيضاً : «ما بال أقوام يتحدّثون فإذا رأوا الرّجل من أهل بيتي قَطعُوا حَديثهم ، و اللّه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى يحبّهم للّه و لقرابتهم منّي»(١٥).

و في أُخرى : «و الذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتّى يؤمنوا و لا يؤمنوا حتّى يحبّوكم للّه و لرسوله ، أترجوا مُراد شفاعتي و لا يرجوها بنو عبد المطلب. «

و في أُخرى : «لن يبلغوا خيراً حتّى يحبّوكم لله و لقرابتي «و في أُخرى : «و لا يؤمن أحدهم حتّى يُحبّكم لحبّي أترجون أن تدخلوا الجنّة بشفاعتي و لا يرجوها بنو عبد المطلب» . و بقي له طرق أُخرى كثيرة.

(14)و روى ابن حجر أيضاً في « الصواعق المحرقة »(١٦) قال : و قدمت بنت أبي لَهَب المدينة مُهاجرةً فقيل لها : لا تُغني عَنكِ هجرتكِ ، أنت بنت حطب النار ! فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاشتدَّ غضبُه ، ثمّ قال على منبره : «ما بال أقوام يؤذوني في نسبي و ذوي رحمي ، ألا و مَن آذى نسبي و ذوي رحمي فقد آذاني ، و مَن آذاني فقد آذى الله» أخرجه ابن أبي عاصم و الطبراني و ابن مندة و البيهقي بألفاظ متقاربة ، و سمّيت تلك المرأة في رواية : درّة ، و في أُخرى : سبيعة ، فأمّا هما لواحدة اسمان أو لقب و اسم أو لامرأتين و تكون القصة تعدّدت لهما.

(15)و روى ابن حجر أيضاً في « الصواعق المحرقة »

(١٧) قال : و يوضح ذلك أحاديث نذكرها مع ما يَتعلّق بها تتميماً للفائدة فنقول : صحَّ عنه عليه الصلاة و السلام أنّه قال على المنبر :ما بال أقوام يقولون إنّ رحم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لا ينفع قومه يومَ القيامة ، بلى و الله إنّ رحمي موصولة في الدنيا و الآخرة ، و إنّي أيّها النّاس فَرطٌ لكم على الحوض.

و في رواية ضعيفة ! و إنْ صحّحها الحاكم أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بلَغَهُ أنّ قائلاً قال لبريدة :انّ محمّداً لَن يغني عنك من الله شيئاً فخطب ثم قال : ما بال أقوام يزعمون أنّ رحمي لا ينفع ، بل حتى - جباً و حكم - أي هما قبيلتان من اليمن - ، إنّي لأشفع فأشفع حتىّ أنّ مَن أشفع له فيشفع حتّى انّ ابليس ليتطاول طمعاً في الشفاعة.

و أخرج الدارقطني أنّ علياً(عليه السلام)يوم الشورى احتجّ على أهلها فقال لهم:

»أنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ أقرب الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الرّحم منّي ؟ ومَن جعله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه و أبناءه أبناءه و نساءه نساءه غيري ؟ قالوا : اللّهم لا» الحديث.

رواه جماعة من أعلام القوم وأساطين المحدّثين، منهم 1 ـ الديلميّ في الفردوس على ما في مناقب عبدالله الشافعي |ص ١٢|روى بسند يرفعه إلى العبّاس عمّ النبيّ "صلى الله عليه وآله"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": ما بال أقوام يتحدّثون بينهم، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتّى يحبّهم لله ولقرابتي 2 ـ المفسّر الكبير ابن كثير في تفسيره عند آية المودّة 3 ـ الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد في كتابه القول الفصل |١: ٤٩٧ ط. جاوا|وقال في ذيل |١: ٦٤|: هذا حديث رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد بن منصور، والحاكم، ومحمّد بن نصر المروزي، والنسائي، والطبراني، والخطيب البغدادي، وابن عساكر، وابن النجار، والروياني من طرق متعدّدة، وصحّح الاحتجاج به ابن تيميّة 4 ـ ابن حجر في صواعقه |ص ١٨٥ ط. مصر 5.|ـ المتقي الهندي في منتخب الكنز هامش مسند الإمام أحمد |٥: ٩٣ ط. الميمنيّة بمصر 6.|ـ القندوزي في الينابيع |ص ٢٣١ ط.

إسلامبول 7.|ـ القلندر في الروض الأزهر |ص ٣٥٧ ط. حيدرآباد 8.|ـ الصبّان في إسعاف الراغبين هامش نور الأبصار |ص ١٢٣ ط. مصر 9.|ـ ابن شهاب الدين العلوي في رشفته |ص ٤٦ ط. القاهرة10.|ـ النبهاني في الفتح الكبير |٣: ٨٥ ط. مصر| وفي كتابه الشرف المؤبّد |ص ١٧٩ ط. الحلبي وأولاده11.|ـ إحقاق الحقّ |٩: ٤٥٠ ـ ٤٥١.|

5- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. ياسين، عبد السلام، الاحسان، ج٢.ص ٤٠٢. مصادر حديث الثقلين :هذا الحديث أخرجه أكابر علماء المذاهب قديماً و حديثاً في كتبهم من الصحاح ، والسنن ، والمسانيد ، والتفاسير ، والسير ، والتواريخ ، واللغة ، وغيرها. صحيح مسلم في الجزء السابع ص ١٢٢ . سنن الترمذي في الجزء الثاني ص ٣٠٧ . سنن الدرامي في الجزء الثاني ص ٤٣٢ . مسند أحمد بن حنبل في الجزء الثالث ص ١٤ و ١٧ ، و ص ٢٦ و ٥٩ ، و في الجزء الرابع ص ٣٦٦ و ص ٣٧١ ، و أيضاً في الجزء الخامس (صلى الله عليه وآله) ١٨٢ ، ١٨٩ . خصائص النسائي ص ٣٠ . مستدرك الحاكم في الجزء الثالث ص ١٠٩ و ١٤٨ و ٥٣٣ . الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب في الباب الأول ص ١١ في بيان صحة خطبته بماء يدعى خُماً ، قال بعد نقل الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه . رواه أبو داود و ابن ماجه القزويني في كتابيهما ، و أيضاً في الباب الحادي و الستين ص ١٣٠ . الطبقات لمحمد بن سعد الزهري البصري في الجزء الرابع ص ٨٠ . الحلية لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الأول ص ٣٥٥ . أسد الغابة لابن الأثير الجرزي في الجزء الثاني ص ١٢ و في الجزء الثالث ص ١٤٧. العقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي في الجزء الثاني في خطبة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجة الوداع ص ٣٤٦ و ص ١٥٨ . تذكرة الخواص في الباب الثاني عشر ص ٣٣٢ لابن الجوزي ، قال بعد نقل قول جده : " و قد أخرجه أبو داود في سننه ، و الترمذي أيضاً ، و ذكره رزين في الجمع بين الصحاح ، و العجب كيف خفي عن جده ما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم . . . الخ " . إنسان العيون لنور الدين الحلبي الشافعي في الجزء الثالث ص ٣٠٨ . ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبري ص ١٦ . السراج المنير للعزيزي الشافعي في شرح الجامع الصغير للسيوطي في الجزء الأول ص ٣٢١ ، و في هامشه أيضاً للشيخ محمد الحفني . الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢٤ . نسيم الرياض الخفاجي في الجزء الثالث ص ٤١٠ ، و في هامشه شرح الشفا لعلا القاري . منتخب كنز العمال لعلا المتقي في هامش المسند للإمام أحمد بن حنبل في الجزء الأول ص ٩٦ و ١٠١ ، و في الجزء الثاني ص ٣٩٠ ، و في الجزء الخامس ص ٩٥ .الكشف و البيان للثعلبي في تفسير آية الإعتصام ، و في تفسير آية " أيها الثقلان "٠ تفسير الإمام فخر الدين الرازي في تفسير آية الإعتصام في الجزء الثالث ص ١٨ . تفسير النظام النيسابوري

في تفسير آية الإعتصام في الجزء الأول ص ٣٤٩ . تفسير الخازن في تفسير آية الإعتصام في تفسير الجزء الأول في ص ٢٥٧ ، و في الجزء الرابع ، في تفسير آية المودة ص ٩٤ ، و أيضاً في تفسير آية " سنفرغ لكم أيها الثقلان " ص ٢١٢ . ابن كثير الدمشقي في تفسير آية المودة في الجزء الرابع ص ١١٣ ، و في تفسير آية التطهير في الجزء الثالث ص ٤٨٥ ، و أيضاً في تاريخه في الجزء الخامس أو السادس في ضمن حديث الغدير . المواهب العلية لحسين الكاشفي في تفسير آية " سنفرغ لكم أيها الثقلان " . النهاية لابن الأثير الجزري في الجزء الأول ، و أيضاً في الدر النثير للسيوطي ص ١٥٥ . لسان العرب لجمال الدين الأفريقي المصري في الجزء السادس في لغة العترة و في الجزء الثالث عشر في لغة الثقل و الحبل. القاموس لمجد الدين الشيرازي في لغة الثقل . تاج العروس لمرتضى الزبيدي في الجزء السابع في لغة الثقل .منتهى الأرب لعبد الرحيم الصفي بوري في لغة الثقل . شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعتزلي في الجزء السادس في معنى العترة ص ١٣٠ . مدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي ص ٥٢٠. و قال شيرويه الديلمي في كتاب فردوس الأخبار : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيكم حبل من اتبعه كان على الهدى و من ترك كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يعني الأخذ بهما ثقيل . و قال مجد الدين بن الأثير الجرزي في جامع الأصول سمى النبي (ص) القرآن العزيز و أهل بيته ثقلين لأن الأخذ بهما و العمل بما يجب لهما ثقيل . و قال مسعود بن عمر التفتازاني في شرح المقاصد ألا ترى أنه (ص) قد قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منقذا من الضلالة و لا معنى التمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم و الهداية فكذا في العترة . و قال السيوطي في الدر النثير في لغة الثقل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي سماهما لعظم قدرهما و يقال لكل نفيس خطيرة : ثقل ، أو لأن الأخذ بهما و العمل ثقيل (العبقات) . المناقب المرتضوية لمحمد صالح الترمذي الكشفي ص ٩٦ و ٩٧ و ١٠٠ و ٤٧٢ . مفتاح كنوز السنة ص ٢ و ٤٤٨ . مصابيح السنة للإمام البغوي الشافعي في الجزء الثاني ص ٢٠٥ و ٢٠٦ . ابن حجر في الصواعق ص ٧٥ و ٨٧ و ٩٩ و ٩٠ و ١٣٦ . إسعاف الراغبين في هامش نور الأبصار للشبلنجي ص ١١٠ . ينابيع المودة لسليمان بن إبراهيم البلخي الحنفي ص ١٨ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٢ و ٣٤ و ٩٥ و ١١٥ و ١٢٦ و ١٩٩ و ٢٣٠ و ٢٣٨ و ٣٠١ . السيد مير حامد حسين الهندي ، قد رواه عن جماعة تقرب من المائتين من أكابر علماء المذاهب ، من المائة الثانية إلى المائة الثالثة عشرة ، و عن الصحابة و الصحابيات ، أكثر من ثلاثين رجلاً و امرأة كلهم رووا هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم)

6- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

7- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

8- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

9- (أخرجه الترمذي ٥:٦٢٢(٣٧٨٩) وقال: حسن غريب، وط المعجم الكبير" للطبراني (٢٦٣٨)٤٦ :٣، ورواه: الحاكم في " المستدرك" ٣:١٦٢(٤٧١٦) وقال حديث حسن الاسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي .الآداب للبيهقي « الآداب للبيهقي رقم الحديث: ٨٣٩ وياسين، عبد السلام، الاحسان، ج٢، الطبعة١، ١٩٩٨م، ص ٤٠١. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (٣٧٨٩) والبخاري في التاريخ الكبير (١/١٨٣) وجماعة من طريق هشام بن يوسف ، عن عبد الله بن سليمان النوفلي ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) : أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. فضائل الصحابة للإمام أحمد : ٢ / ٩٨٦ ، الدار المنثور : ٣٠١/٧ ، تفسير ألسمعاني:٣٢/٥، روح المعاني:٣٢/٥، كنز العمال:١٢/ ٤٤ ، التيسير بشرح الجامع الصغير:١/ ٤١ ، مرقاة المفاتيح: ١١/ ٣٢٦ حلية الأولياء:413/ ، المعرفة والتاريخ :٢٦٩/١، ميزان الاعتدال في نقد الرجال : ٤/ ١١٣ ، تهذيب الكمال: ١٥/

المجمع (١٣/١٠) : رجاله ثقات ، وقال العراقي في المحجة صفحة (٢٢٨) هذا حديث حسن. نقلا عن مقدمة مصابيح البشرية لأحمد الشيباني الإدريسي –طبعة سنة ١٤٠٨هـ . المستدرك للحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة ـ فضل كافة العرب: رقم الحديث: 6998ـ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.)

13- (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل «أَخْبَارُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي... « وَمِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ... ٦٦١/٢ رقم الحديث: ٩٨١كنز العمال ١٢ : ٩٨ | ٣٤١٦٨ . وبشارة المصطفى : ٤٠. رواه جماعة من أعلام العلماء، منهم 1 :ـ الطبري في كتابه ذخائر العقبى |ص ١٨ ط. القدسي بمصر| روى عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله": من أبغض أهل البيت فهو منافق. وروى من طريق الملاّ في الصفحة المذكورة: لا يحبّنا أهل البيت إلاّ مؤمن تقيّ، ولا يبغضنا إلاّ منافق شقيّ 2 .ـ السيوطي في إحياء الميت هامش الاتحاف |ص ١١١ ط. مصر| وفي الاكليل |ص ١٩٠ ط. مصر 3.|ـ القسطلاني في المواهب |٧: ٩ طبع مع شرحه بمطبعة الأزهريّة بمصر 4.|ـ المناوي في كنوز الحقائق |ص ١٤٤ ط. بولاق 5.|ـ القندوزي في الينابيع |ص ٣٧ ط. إسلامبول| وفي |ص ١٨١| روى عن طريق الملاّ 6 .ـ العلاّمة باكثير في وسيلة المآل |ص ٦١ ط. الظاهريّة 7.|ـ الصبّان في إسعاف الراغبين هامش نور الأبصار |ص ١٢٦ 8.|ـ الأمرتسري في أرجح المطالب |ص ٣٤١ ط. لاهور 9.|ـ ابن حجر في الصواعق |ص ٢٣٠ ط. عبداللطيف بمصر.| 10ـ أحمد دحلان في سيرته هامش السيرة الحلبيّة |٣: ٣٣٢ ط. مصر 11.|ـ الكازروني في شرف النبي، على ما في مناقب الكاشي |ص ٢٩٢ 12.|ـ النبهاني في الأنوار المحمّديّة |ص ٣٤٦ ط. بيروت 13.|ـ الحبيب أبو بكر بن شهاب الدين في رشفته |ص ٤٧ 14.|ـ الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد العلوي الحضرمي في كتابه القول الفصل |١: ٤٤٨ ط. جاوا 15.|ـ إحقاق الحقّ |٩: ٤٥٥ ـ ٤٥٧.|)

14- (جاء هذا الحديث من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الطريق الأولى: من طريق هشام بن عمار، عن أسد بن موسى، عن سَلِيم بن حيان، عن أبي المتوكّل النّاجي، عنه به. رواه ابن حبان في " صحيحه "،(٤٣٥/١٥(وهذا إسناد حسن، من أجل هشام بن عمار، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.
الطريق الثانية: من طريق محمد بن بكير الحضرمي، عن محمد بن فضيل الضبي، عن أسد بن موسى، عن أبان بن جعفر بن تغلب، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عنه به.
رواه الحاكم في " المستدرك " (١٦٢/٣(وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ". وسكت عنه الذهبي. وللحديث طريق ثالث ضعيف، وشواهد عن غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الألباني في "

٦٤ ، المغنى عن حمل الأسفار:٢ / ١١٤٥، لعلل المتناهية :١ / ٢٦٧ ، ذخيرة الحفاظ:١/ ٢٤٠، أسنى المطالب :١/ ٣١، مجموع الفتاوى : ١٠/ ٦٥ ، شرح كتاب التوحيد :١/ ٤١٠ ،تيسير العزيز الحميد :١ /٣٨ ، شعب الإيمان :١ / ٣٦٦ ، الاعتقاد328 /1:، الصواعق المحرقة :٢ / ٤٩٥ ، منهاج السنة النبوية :٥ /٣٩٦، ذخائر العقب في المناقب ذوي القربى :١٨، تاريخ أربل :١/ ٢٢٤ ، سير الأعلام النبلاء :٩ / ٥٨٢ ، أمراض القلوب :١ /٦٧، الزهد والورع والعبادة : ١/ ٧٧، التحفة العراقية:١ /٦٧ ، طريق الهجرتين : ١ / ٤٦٩، إحياء علوم الدين : ٤/ ٢٩٥،)

10- (صحيح البخاري" مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ٣:٢٥(٣٧١٣)/ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما"٣٢:(٣٧٥١). وفي رواية:"احفظوا". ورواه الدارقطني بروايات متعددة .)

11- (أخرجه الحاكم في المستدرك ١٦١/٣، ال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي حديث في عدم منفعة العبادة ببغض آل محمّد رواه جماعة من أعلام القوم مسنداً، ينتهي إلى ابن عبّاس، وبعضهم إلى أبي أُمامة الباهلي، من طرق متعدّدة، منهم 1 :ـ الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد |٣: ١٢٢ ط السعادة بمصر| روى عن ابن عبّاس "رضي الله عنه" قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله"لو أنّ عبداً عبد الله بين الركن والمقام ألف عام وألف عام، حتّى يكون كالشنّ البالي ولقي اللّه مبغضاً لآل محمّد، أكبّه اللّه على منخريه في نار جهنّم 2 .ـ الحاكم في المستدرك |٣: ١٤٨ ط. حيدرآباد| غير أنّه أتى بلفظ 'صفن' بدل 'عبد' وقال: حديث حسن صحيح 3 .ـ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب |ص ١٧٨ ط. الغري| روى عن أبي أمامة الباهلي 4 .ـ الكازروني في شرف النبي، على ما في مناقب الكاشي |ص ٢٨٨ 5.|ـ العلاّمة باكثير في وسيلة المآل |ص ٦١ ط. الظاهريّة دمشق 6.|ـ البدخشي في مفتاح النجا 7 .ـ القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٩٢ ط. إسلامبول 8.|ـ النبهاني في جواهر البحار |١: ٣٦١ ط. القاهرة 9.|ـ الأمرتسري في أرجح المطالب 10 .ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص ١٨ ط. القدسي بمصر 11.|ـ الهيثمي في مجمع الزوائد |٩: ١٧١ ط. القدسي بمصر 12.|ـ السيوطي في احياء الميت هامش الإتحاف |ص ١١١ ط. الحلبي| وفي الخصائص الكبرى |٢: ٢٦٥ ط. حيدرآباد 13.|ـ الحبيب أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحضرمي في كتابه رشفة الصادي |ص ٤٧ ط. مصر 14.|ـ إحقاق الحقّ |٩: ٤٩١ ـ ٤٩٤.|) العلل لابن أبي حاتم« رقم الحديث- ٢٦٠٠. سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي)

12- (المعجم الكبير للطبراني «بَابُ التَّاءِ «الاخْتِلَافُ عَنِ الأَعْمَشِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ... رقم الحديث: ١٥٦/١١. أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٦/١١) وقال الهيثمي في

السلسلة الصحيحة " (رقم/٢٤٨٨(. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٤٣٥/١٥ وقال المعلق: إسناده حسن.
وقد جعله ابن حبان في صحيحه تحت عنوان : ذكر إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل بيت المصطفى (صلى الله عليه واله.(إتحاف المهرة رقم الحديث: ٥٣٩٢.
جواهر العقدين، العقد الثاني ص٢٥٦ .رواه جماعة من أعلام المحدّثين في كتبهم وزبرهم، منهم 1 :- الحاكم في المستدرك |٣: ١٥٠ ط حيدرآباد| روى بسنده إلى أبي سعيد الخدري "رضي الله عنه"، قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله": والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلاّ أدخله اللّه النار 2 .- ابن المغازلي في المناقب |١٣٨ 3.|- الزرندي في نظم درر السمطين |ص ١٠٦ 4.|- الكازروني في شرف النبي |ص ٢٨١5.|- الذهبي في تأريخ الإسلام |٢: ٩٠ ط. دار المعارف 6.|- السيوطي في الخصائص الكبرى |٢: ٢٦٦ ط. حيدآباد| وفي إحياء الميت هامش الاتحاف |ص ١١١ ط. الحلبي| وفي الإكليل |ص ١٩٠ ط. مصر 7.|- المتّقي الهندي في منتخب الكنز هامش مسند الإمام أحمد |٥: ٩٤ ط. الميمنيّة بمصر 8.|- ابن حجر في الصواعق |ص ٢٣٧ ط. عبداللطيف بمصر 9.|- الصبان في الإسعاف هامش نور الأبصار |ص ١٢٦ 10.|- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ٤٨ ط. إسلامبول 11.|- أحمد زيني دحلان في سيرته هامش السيرة الحلبيّة |٣: ٣٣٣ ط. مصر 12.|- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١١ 13.|- الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٣٣٤ ط. لاهور 14.|- القلندر وهو السيّد شاه تقي العلوي في الروض الأزهر |ص٣٦٠ 15.|- العلاّمة باكثير، وهو الشيخ أحمد بن الفضل الحضرمي المتوفى "سنة ١٠٤٢" في كتابه وسيلة المآل |ص ١٦ ط. دمشق 16.|- ابن شهاب الدّين العلوي في رشفته |ص ٤٧ ط. القاهرة 17.|- النبهاني في جواهر البحار |١: ٣٤١ ط. القاهرة| وفي الأنوار المحمديّة |ص ٤٣٨ ط. الأدبيّة بيروت 18.|- الحبيب علوي الحدّاد في القول الفصل |١: ٦٥ و٤٤٧ ط. جاوا 19.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٦٠ ـ ٤٦٣.|).

15- (« المعجم الأوسط المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الناشر : دار الحرمين - القاهرة ، ١٤١٥ تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني عدد الأجزاء : ١٠ [جزء ٣ - صفحة ٣٩] ح ٢٤٠٥ (حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمرو الواقفي قال حدثنا شريك عن محمد بن زيد عن معاوية بن حديج عن الحسن بن علي أنه قال له يا معاوية بن حديج إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار : (لم يرو هذا الحديث عن شريك إلا عبد الله.(
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، ١٤١٤ – ١٩٩٣ تحقيق : شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء : ١٨ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [

جزء ١٥ - صفحة ٤٣٥] ح ٦٩٧٨ (أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سليم بن حيان عن أبي المتوكل الناجي : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار (قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن.(المستدرك على الصحيحين المؤلف : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤١١ – ١٩٩٠ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا عدد الأجزاء : ٤ مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص [جزء ٣ - صفحة ١٦٢] ح ٤٧١٧ (حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا محمد بن فضيل الضبي ثنا أبان بن جعفر بن ثعلب عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذي نفس بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلاأدخله الله النارهذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.(المعجم الكبير المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الناشر : مكتبة العلوم والحكم – الموصل الطبعة الثانية ، ١٤٠٤ – ١٩٨٣ تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي عدد الأجزاء : ٢٠ [جزء ٣ - صفحة ٨١] ح ٢٧٢٦ (حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عبد الله بن عمرو الواقفي ثنا شريك عن محمد بن يزيد : عن معاوية بن حد يج قال أرسلني معاوية بن أبي سفيان رحمه الله إلى الحسن بن علي رضي الله عنهم أخطب على يزيد بنتا له أو أختا له فأتيته فذكرت له يزيد فقال : إنا قوم لا تزوج نساؤنا حتى نستأمرهن فائتيها فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت : والله لا يكون ذاك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فرجعت إلى الحسن فقلت : أرسلتني إلى فلقة من الفلق تسمي أمير المؤمنين فرعون فقال : يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا زيد يوم القيامة بسياط من نار.(الدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، ١٩٩٣ عدد الأجزاء : ٨ [جزء ٧ - صفحة ٣٤٩] وأخرج ابن عدي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أبغضنا أهل البيت فهو منافق " وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نار " وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار (كنز العمال [جزء ١٢ - صفحة ١٩٦] (لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد (ذيد : ذاده عن كذا يذوده ذيادا بالكسر أي طرده . مختار الصحاح ٢٢٥ . ب) يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار(طب عن السيد الحسن) و[جزء ١٢ - صفحة ١٩٦] ح ٣٤٢٠٤) لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار(ك عن أبي سعيد) و [جزء ١٥ - صفحة ٥٦] ح ٣٩٩٥٥ (والذي نفسي بيده لو اجتمع على قتل مؤمن أهل السماء وأهل الأرض

ورضوا به لأدخلهم الله جميعا جهنم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كبه الله في النار (حب ك - وتعقب ض - عن أبي سعيد .(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : ٣٠ [جزء ٢٥ - صفحة ٣٢] (وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت إلا أدخله الله تعالى النار إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الأخبار.(

الصواعق المحرقة [جزء ٢ - صفحة ٥٠٣ [المقصد الثالث فيما أشارت إليه من التحذير من بغضهم صح انه قال والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله إلى النار وأخرج أحمد مرفوعا من أبغض أهل البيت فهو منافق وأخرج هو والترمذي عن جابر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا المعجم الأوسط للطبراني «بَابُ الْأَلِفِ «بابُ مَنِ اسْمُهُ : إِبْرَاهِيمُ رقم الحديث: ٢٤٦٦, مجمع الزوائد ج٩ ص١٧٢ مجمع الزوائد : ج٤ ص٢٧٨ ط القدسي القاهرة ..)

16- (روضة الواعظين: ٢٧٠. ورواه القندوزي في ينابيع المودة ج٢ ص٧٠ و١٢٩ .مفتاح النجاء ص١٨. روى الفتال النيسابوري قدس سره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلاث : أما منافق وأما لزنية وأما أمرؤ حملت به أمُّهُ في غير طهر»((روضة الواعظين: ٢٧٠. ورواه القندوزي في ينابيع المودة ج٢ ص٧٠ و١٢٩ وروى العلامة القندوزي في «ينابيع المودة»(ينابيع المودة : ص٢٥٢ ط اسلامبول) قال : أبو رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله)رفعه: من لم يعرف حق علي فهو أحد من الثلاث :إمّا أمُّهُ الزانية ، أو حملته أمُّه من غير طهر أو منافق»(ورواه المولى محمد صالح الترمذي في «المناقب المرتضوية» (ص٢٠٣) بعين ما تقدم . وروى الحافظ الجزري الشافعي في «أسنى المطالب»(أسنى المطالب : ص٥٨) باسناده عن أبي سعيد الخدري قال : كنا معاشر الأنصار نبور أولادنا بحبّهم عليّاً (عليه السلام) فاذا وُلِد فينا مولود فلم يُحبه عرفنا أنه ليس منا ، قوله نبور : أي نختبر(الأمام علي لأحمد الرحماني الهمداني : ص١١١ ح٩.(وروى المجلسي من «كشف اليقين» للحلي: كان لأبي دلف ولد فتحادث أصحابه في حُبّ علي وبغضه ، فروى بعضهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال : «يا علي لا يحبك الا مؤمن نقي ولا يبغضك الا ولد زنية أو حيضة» فقال ولد أبي دلف : ما تقولون في الأمير هل يؤتى في أهله ؟ فقالوا : لا ، فقال : والله اني لأشد الناس بغضاً لعلي بن أبي طالب! فخرج أبوهُ وهم في التشاجر ، فقال :والله إنّ هذا الخبر لحقٌّ ، والله انه ولد زنية وحيضة معاً ! اني كنت مريضاً في دار أخي في حمّى ثلاث ، فدخلت علي جارية لقضاء حاجة ، فدعتني نفسي اليها ! فأبت وقالت : إني حائض ، فكابرتها على نفسها فوطئتها ، فحملت بهذا الولد ، فهو لزنية وحيضة معاً! رواه جمع من أعلام القوم، منهم 1 :- السيوطي في كتابه إحياء الميت |ص ١١١ المطبوع بهامش

الإتحاف|روى عن علي "رضي الله عنه"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": من لم يعرف حقّ عترتي والأنصار، فهو لإحدى ثلاث:إمّا منافق، و إمّا لزنية، و إمّا لغير طهور يعني: حملته أُمّه لغير طهر 2 .- ابن حجر في الصواعق |ص ٢٣١ ط. عبداللطيف بمصر 3.|- الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين |ص ٢٣٣ ط. مطبعة القضاء 4.|- البدخشي في مفتاح النجا 5 .- الكمشخانوي النقشبندي في رموز الأحاديث |ص ٤٤٢ ط. قشلة همايون بالإستانة 6.|- العلاّمة باكثير في وسيلة المآل |ص ٦٤ ط. دمشق 7.|- البيهقي على ما في احياء الميت هامش الإتحاف |ص ١١١ 8.|- بن عدي على ما في إحياء الميت هامش الاتحاف |ص ١١١ 9.|- النبهاني في الشرف المؤبّد |الطبعة الأولى ص ١٩١ ط. الحلبي وأولاده10.|- إحقاق الحقّ |٩: ٥١٧ - ٥١٨.|)

17- (المعجم الأوسط للطبراني «بَابُ الْعَيْنِ « مَنِ اسْمُهُ : عَلِيٌّرقم الحديث: ٣٩٨٩. .رواه السيوطي في احياء الميت نقلا عن الطبراني في الأوسط بسنده عن ابن عمر/ص ٢٠،كما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد/ج ٩/ص ١٦٣،كما أورده ابن حجر في الصواعق المحرقة/ص ٩٠ الصواعق المحرقة : ١٥٠ . والجامع الصغير ١ : ٥٠| ٣٠٢ . ومجمع الزوائد ٩ : ١٦٣ . وينابيع المودة ١ : ١٢٦ | ٦٢. رواه جماعة من أعلام القوم، منهم 1 :- الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد |٩: ١٤٣ ط. مكتبة القدسي بالقاهرة|روى من طريق الطبراني، عن ابن عمر، قال: آخر ما تكلّم به رسول الله "صلى الله عليه وآله": أخلفوني في أهل بيتي. رواه الطبراني في الأوسط 2 .- السيوطي في الجامع الصغير |١: ٤١ 3.|- البدخشي في مفتاح النجا 4 .- القندوزي في الينابيع |ص ٤١ 5.|- الباكثير الحضرمي في وسيلة المآل |ص ٦٠ 6.|- النبهاني في الفتح الكبير |١: ٥٩ 7.|- في الشرف المؤبّد |ص ١٨٠ ط. الحلبي وأولاده 8.|- في أرجح المطالب للحنفي |ص ٤٤٦ ط. لاهور 9.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٤٧ - ٤٤٩.|)

18- (المعجم الأسط ٣:١٢٢ (٢٢١٥) وقال القاضي عياض رحمه الله في " الشفا" ٢:٤٨ . ما رواه جماعة من أعلام القوم، منهم 1 :- الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد |٩: ١٧٢ ط. مكتبة القدسي بالقاهرة|روى من طريق الطبراني، عن الحسن بن علي أنّ رسول الله "صلى الله عليه وآله"قال: إلزموا مودّتنا أهل البيت، فإنّه من لقي الله عزّوجلّ وهو يودّنا، دخل الجنّة بشفاعتنا، والّذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلاّ بمعرفة حقّنا2 .- ابن حجر في الصواعق |ص ٢٣٠ ط. عبداللطيف 3.|- السيوطي في إحياء الميت هامش الاتحاف |ص ١١٢ 4.|- القندوزي في الينابيع |ص ٢٧٢ ط. إسلامبول 5.|- الحمزاوي في مشارق الأنوار |ص ٩١ ط. الشرفية بمصر 6.|- الصبان في إسعاف الراغبين هامش نور الأبصار |ص ١٢٣ ط. مصر 7.|- العلاّمة باكثير في وسيلة المآل |ص ٦٤ خ. الظاهريّة 8.|- الحبيب أبو بكر بن شهاب الدين في رشفة الصادي |ص ٤٤ 9.|- النبهاني في الشرف المؤبّد |ص ١٧٦ ط. الحلبي وأولاده 10.|- الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد في القول الفصل 11 .- الطبراني في الأوسط 12 .- الأميني في

الغدير |٢: ٣٥١ 13.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٢٨ ـ ٤٣٠.| جامع أحاديث الشيعة ١: ٤٢٧ ح٩٥٧ ، أمالي ابن الشيخ : ١١٧ ، أمالي المفيد : ٧ ، المحاسن : ٦١.)

19- (أورده السيوطي في احياء الميت نقلا عن الطبراني بسنده عن جابر بن عبد الله/ص ٢٢،كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد/ج ٩/ص ١٧٢،نقلا عن الأوسط للطبراني.)

20- (وذيل الكلام رواه الطبراني أيضاً في ترجمة محمّد بن عون السيرافي من «المعجم الصغير» (ج٢ ص٩٦.()

21- (حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: أخرجه مسدد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، في «مسانيدهم» كما في «المطالب العالية» (٢١٥/١٦-٢١٧/رقم ٣٩٧٢، و٣٨٦/١٨/رقم ٤٤٩٩)، وابن أبي غرزة في «مسند عابس الغفاري» (رقم ٢٠)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٥٣٨/١)، والكديمي في «جزء من حديثه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٤٣)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٢١٧/١٦/رقم ٣٩٧٢)، والروياني في «مسنده» (٢٥٣/٢/رقم ١١٥٢، ٢٥٨/٢/رقم ١١٦٤، و١١٦٥)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٨٤٠/٢/رقم ١١٣٣)، وأبو أحمد الفرضي في «جزء من فوائد منتقاة من روايته» (رقم ٤٣)، وأبو الحسين ابن المهتدي بالله في «مشيخته» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٠، و٤٦)، وأبو الحسن البغدادي في «جزء من حديثه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٣)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في «أماليه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٧٤)، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» (٩٧٧/٣/رقم ٢٠٢٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢٣٦/٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٥/٧/رقم ٦٢٦٠)، وأبو عبدالله الروذباري في «ثلاثة مجالس من أماليه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٣)، ومحمد بن سليمان الكوفي الشيعي في «مناقب علي» (١٣٣/٢/رقم ٦١٨، و١٤٢/٢/رقم ٦٢٣، و١٧٤/٢/رقم ٦٥١)، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي الشيعي في «كمال الدين وتمام النعمة» (ص ٢٠٥/رقم ١٨)، وأبو جعفر الطوسي الشيعي في «الأمالي» (رقم ٤٧٠)، والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص ٣٠٣)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٤٦٢/٢-٤٦٣)، والشجري في «الأمالي الخميسية» (١٥٥/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠/٤٠)، من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه مرفوعاً به.
والحديث عزاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٣٤/١٠) لابن السماك في «جزء من حديثه» (٢/٦٧ .(قال الحافظ ابن حجر في «المطالب : «هذا إسناد ضعيف.»)

22- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ رواه أحمد ١٨١/٥- ١٨٢ وصححه العدوي في الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص ٢٤٨.)

23- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ ()

24- (حديث عبد الله بن الزُّبير : رواه البزار في مسنده (٣/رقم٢٦١٣-كشف الأستار)، قال: حدثنا يحيى بن مُعلّى بن منصور، ثنا ابن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: ((مثلُ أهل بيتي مثل سفينة نُوح، من ركِبها نجا، ومن تركها غرِق .((قال البزّار عقبه: "لم نسمعه بهذا الإسناد إلا من يحيى .")

25-(حديث ابن عباس :رواه البزار في مسنده (٣/رقم٢٦١٥-كشف الأستار)، والطبراني في الكبير (٣/رقم٢٦٣٨) و(١٢/رقم١٢٣٨٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٧٣/٢)، وابن بشران في الأمالي (٢/رقم١٥٤٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٠٦/٤) من طرق عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الصَّهباء، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس،

قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرِق.((

26- (حديث أبي ذر الغفاري :رواه الفاكهي في أخبار مكة (٣/رقم١٩٠٤)، وأبو يعلى في مسنده الكبير [كما في تفسير ابن كثير٤/١١٥] -وعنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٤١١/٦)-، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (١٤٠٢/٧٨٥/٢)، والحاكم في المستدرك (٣٤٣/٢) و(١٥٠/٣) [وصحّحه على شرط مسلم!!!]من طرق عن المفضَّل بن صالح، عن أبي إسحاق، عن حنش الكناني، قال: سمعت أبا ذر -رضي الله عنه- يقول، وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فأنا من عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.)

27- (حديث أبي سعيد الخُدري : رواه الطبراني في الأوسط (٥٧٨٠) والصغير (٨٢٥)، وابن الشجري في الأمالي (١٥٢/١ و١٥٣) من طريق عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي الكوفي، حدثنا عبدالرحمن بن أبي حماد المقري، عن أبي سلمة الصائغ، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم وسلم- يقول: ((إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركِبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرِق، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطَّة في بني إسرائيل، من دخله غفر له .((
وله شواهد من حديث: حديث أنس بن مالك : رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٩١/١٢) من طريق أبي الحسن علي بن محمد بن شداد المطرِّز، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا أبو سهيل القطيعي، حدثنا حماد ابن زيد بمكة وعيسى بن واقد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما مثلي، ومثل أهل بيتي كسفينةِ نوح، من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق((
حديث أبي الطُفيل الكناني : رواه الدولابي في الكنى والأسماء (٧٦/١) من طريق يحيى بن سليمان أبي سعيد الجُعفي، قال: ثنا عبد الكريم بن هِلال الجُعفي، أنه سمع أسلم المكّي، قال: أخبرني أبو الطفيل عامر ابن واثلة، قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مثل أهلِ بيتي مثل سفينة نُوح من ركبها نجدا، ومن تركها غرق(
حديث علي بن أبي طالب الموقوف : قال ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢١١٥/٣٧٢/٦): حدثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا عمار، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، عن علي، قال: ((إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح، وكتاب حطة في بني إسرائيل .)

28- (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٤٠) من دعاء ابن عمر رضي الله عنهما . كنز العمّال : ١٢ / ١٠٥ / ٣٤٢٠٦نقلاً عن ابن عساكر عن الإمام عليّ عليه السّلام ،

تفسير الدرّ المنثور : ٧ / ٣٥٠نقلاً عن ابن النجّار في تاريخه عن الإمام الحسن عليه السّلام عنه صلّى الله عليه و آله وفيه «حبّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله » بدل «حبّي .«لسان الميزان : ٥ / ٣٨٠ / ١٢٣٢ عن جابر ؛ المحاسن : ١ / ٢٤٧ / ٤٦١ ، شرح الأخبار : ٣ / ٨ / ٩٢٧ كلاهما عن مدرك بن عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السّلام وفيهما «الإسلام» بدل «الدين» ، بحار الأنوار : ٢٧ / ٩١ / ٤٧.)

29- (حديث في قوله أنا عصبة ولد فاطمة رواه جماعة من أعلام القوم والمحدّثين، منهم 1 : ـ الطبراني في كتابه المعجم الكبير |٢٢: ٤٢٣| روى مسنداً إلى عمر، قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله"يقول:كلّ بني انثى، فإنّ عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة، فإنّي عصبتهم، وأنا أبوهم. ورواه في |ص ١٣٠|بالإسناد عن فاطمة "عليها السلام 2."ـ الطبري في ذخائر العقبى |ص ١٢١ ط. مكتبة القدسي بمصر| روى عن عمر، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله":كلّ ولد أب فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم 3 ـ القندوزي في كتابه ينابيع المودّة |ص ٢٦٧ ط. إسلامبول| روى عن عمر ابن الخطاب أيضاً بلفظ:كلّ ولد امّ فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم. أخرجه أبو صالح، والحافظ عبدالعزيز بن الأخضر، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والدارقطني، والطبراني في الأوسط 4 ـ الهيثمي في مجمع الزوائد |٤: ٢٢٤ ط. القاهرة| وفي |ص ١٧٢| روى عن فاطمة "عليها السلام 5."ـ السيوطي في الجامع الصّغير |٢: ٢٣٤ ط. مصر| وفي كتابه إحياء الميت المطبوع بهامش الإتحاف |ص ١١٣ 6.|ـ النبهاني في الفتح الكبير |٢: ٣٢٣ ط. مصر 7.|ـ ابن حمزة وهو العلاّمة نقيب مصر والشام السيّد إبراهيم بن محمّد الحسيني في البيان والتعريف |٢: ١٤٥ و ١٤٤ 8.|ـ الحبيب علوي الحداد في القول الفصل |٢: ١٨ ط. جاوا 9.|ـ الادريسي وهو السيّد أحمد بن سودة المغربي خطيب الحرم في كتابه رفع اللبس والشبهات |ص ٨٧ ط. مصر 10.|ـ الامرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٦١ ط. لاهور 11|ـ ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٥ ط. عبداللطيف| عن ابن عمر 12 ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|ـ الكاظمي وهو السيّد العلاّمة شاه تقي علي الحنفي في كتابه الروض الأزهر |ص ١٠٣ ط. حيدرآباد 14.|ـ الخوارزمي في مقتل الحسين |ص ٨٨ ط. الغري| روى عن فاطمة "عليها السلام 15."ـ الحاكم في المستدرك |٣: ١٦٤ ط. حيدرآباد| روى عن جابر 16 ـ الكمشخانوي في كتابه راموز الأحاديث |ص ١٢٨ ط. قشلة همايون بالاستانة 17.|ـ النبهاني في كتابه الشرف المؤبّد |ص ٩٧ ط. الحلبي وأولاده 18.|ـ نور الله الحسيني في إحقاق الحقّ |٩: ٦٤٤ ـ ٦٥٥ ط. الإسلاميّة طهران.|)

لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم. أخرجه أبو صالح، والحافظ عبدالعزيز بن الأخضر، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والدارقطني، والطبراني في الأوسط 4 .- الهيثمي في مجمع الزوائد |٤: ٢٢٤ ط. القاهرة| وفي |ص ١٧٢| روى عن فاطمة "عليها السلام 5."- السيوطي في الجامع الصّغير |٢: ٢٣٤ ط. مصر| وفي كتابه إحياء الميت المطبوع بهامش الإتحاف |ص ١١٣ 6.|- النبهاني في الفتح الكبير |٢: ٣٢٣ ط. مصر 7.|- ابن حمزة وهو العلاّمة نقيب مصر والشام السيّد إبراهيم بن محمّد الحسيني في البيان والتعريف |٢: ١٤٥ و ١٤٤ 8.|- الحبيب علوي الحداد في القول الفصل |٢: ١٨ ط. جاوا 9.|- الادريسي وهو السيّد أحمد بن سودة المغربي خطيب الحرم في كتابه رفع اللبس والشبهات |ص ٨٧ ط. مصر 10.|- الامرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٦١ ط. لاهور 11|- ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٥ ط. عبداللطيف| عن ابن عمر 12 .- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|- الكاظمي وهو السيّد العلاّمة شاه تقي علي الحنفي في كتابه الروض الأزهر |ص ١٠٣ ط. حيدرآباد 14.|- الخوارزمي في مقتل الحسين |ص ٨٨ ط. الغري| روى عن فاطمة "عليها السلام 15."- الحاكم في المستدرك |٣: ١٦٤ ط. حيدرآباد| روى عن جابر 16 .- الكمشخانوي في كتابه راموز الأحاديث |ص ١٢٨ ط. قشلة همايون بالاستانة 17.|- النبهاني في كتابه الشرف المؤبّد |ص ٩٧ ط. الحلبي وأولاده 18.|- نور الله الحسيني في إحقاق الحقّ |٩: ٦٤٤ - ٦٥٥ ط. الإسلاميّة طهران.|)

32- (قوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ سببَ ونَسَبَ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي(جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طرق كثيرة، رواه ابن عباس بإسناد حسن كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ /١٢٩)، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق كثيرة يرويها سعيد بن منصور في " سننه " (٥٢٠ -٥٢١)، وابن سعد في " الطبقات " (٨ / ٤٦٣)، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٢٤/١)، والحاكم في " المستدرك" (١٤٢/٣)، وكذا البيهقي (١١٤/٧)، وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كما في " مسند أحمد "، (٢٠٧/٣١)، وأبي سعيد الخدري في " مسند أحمد "، (٢٢٠/١٧)، وساق محققو طبعة الرسالة في هذا الموطن جميع شواهد الحديث، وتوصلوا إلى الحكم بحسنه لكثرة طرقه وشواهده. وخرجه ابن الملقن في " البدر المنير " (٤٨٧/٧-٤٩٠) وجمع طرقه وصححه.
حديث في اتّصال نسبه وسببه إلى يوم القيامة رواه جماعة من أعاظم المحدّثين وأعلام القوم، منهم 1 :- ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى |٨: ٤٦٣ ط. بيروت| روى عن عمر بن الخطّاب، قال: قال النبيّ "صلى الله عليه وآله": كلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة، إلاّ نسبي وسببي 2 :- الخطيب البغدادي في كتابه تأريخ بغداد |٦: ١٨٢| روى عن عمر بن الخطاب أيضاً بلفظ: كلّ سبب وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي . 3- الطبراني في كتابه المعجم الكبير |ص ١٣٠| روى عن عمر أيضاً بلفظ: ينقطع يوم

30- (حديث في قوله أنا عصبة ولد فاطمة رواه جماعة من أعلام القوم والمحدّثين، منهم 1 : - الطبراني في كتابه المعجم الكبير |٢٢: ٤٢٣| روى مسنداً إلى عمر، قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله"يقول:كلّ بني انُثى، فإنّ عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة، فإنّي عصبتهم، وأنا أبوهم. ورواه في |ص ١٣٠|بالإسناد عن فاطمة "عليها السلام 2."- الطبري في أبو صالح، والحافظ عبدالعزيز بن الأخضر، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والدارقطني، والطبراني في الأوسط 4 .- الهيثمي في مجمع الزوائد |٤: ٢٢٤ ط. القاهرة| وفي |ص ١٧٢ ذخائر العقبى |ص ١٢١ ط. مكتبة القدسي بمصر| روى عن عمر، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": كلّ ولد أب فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم 3 .- القندوزي في كتابه ينابيع المودّة |ص ٢٦٧ ط. إسلامبول| روى عن عمر ابن الخطاب أيضاً بلفظ: كلّ ولد امّ فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم. أخرجه | روى عن فاطمة "عليها السلام 5."- السيوطي في الجامع الصّغير |٢: ٢٣٤ ط. مصر| وفي كتابه إحياء الميت المطبوع بهامش الإتحاف |ص ١١٣ 6.|- النبهاني في الفتح الكبير |٢: ٣٢٣ ط. مصر 7.|- ابن حمزة وهو العلاّمة نقيب مصر والشام السيّد إبراهيم بن محمّد الحسيني في البيان والتعريف |٢: ١٤٥ و ١٤٤ 8.|- الحبيب علوي الحداد في القول الفصل |٢: ١٨ ط. جاوا 9.|- الادريسي وهو السيّد أحمد بن سودة المغربي خطيب الحرم في كتابه رفع اللبس والشبهات |ص ٨٧ ط. مصر 10.|- الامرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٦١ ط. لاهور 11|- ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٥ ط. عبداللطيف| عن ابن عمر 12 .- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|- الكاظمي وهو السيّد العلاّمة شاه تقي علي الحنفي في كتابه الروض الأزهر |ص ١٠٣ ط. حيدرآباد 14.|- الخوارزمي في مقتل الحسين |ص ٨٨ ط. الغري| روى عن فاطمة "عليها السلام 15."- الحاكم في المستدرك |٣: ١٦٤ ط. حيدرآباد| روى عن جابر 16 .- الكمشخانوي في كتابه راموز الأحاديث |ص ١٢٨ ط. قشلة همايون بالاستانة 17.|- النبهاني في كتابه الشرف المؤبّد |ص ٩٧ ط. الحلبي وأولاده 18.|- نور الله الحسيني في إحقاق الحقّ |٩: ٦٤٤ - ٦٥٥ ط. الإسلاميّة طهران.|)

31- (حديث في قوله أنا عصبة ولد فاطمة رواه جماعة من أعلام القوم والمحدّثين، منهم 1 : - الطبراني في كتابه المعجم الكبير |٢٢: ٤٢٣| روى مسنداً إلى عمر، قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله"يقول:كلّ بني انُثى، فإنّ عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة، فإنّي عصبتهم، وأنا أبوهم. ورواه في |ص ١٣٠|بالإسناد عن فاطمة "عليها السلام 2."- الطبري في ذخائر العقبى |ص ١٢١ ط. مكتبة القدسي بمصر| روى عن عمر، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله":كلّ ولد أب فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فانّي أنا أبوهم وعصبتهم 3 .- القندوزي في كتابه ينابيع المودّة |ص ٢٦٧ ط. إسلامبول| روى عن عمر ابن الخطاب أيضاً بلفظ:كلّ ولد امّ فإنّ عصبتهم

القيامة كلّ سبب ونسب إلاّ سببي ونسبي 4 .- الاصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء |٤: ٤٧٩ ط. مكتبة الحياة بيروت 5.|- البيهقي في السنن الكبرى |٤: ٦٣ ط. حيدرآباد 6.|- ابن أبي الحديد في شرح النهج |٣: ١٢٤ ط. القاهرة 7.|- الذهبي في تذكرة الحفّاظ |٣: ١١٧ ط. حيدرآباد 8.|- الهيثمي في مجمع الزوائد |٩: ١٧٣ ط. القدسي بالقاهرة 9.|- السيوطي في الجامع الصغير |ص ٢٣٦ ط. مصر 10.|- ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث |ص ١٥٠ ط. مصر 11.|- الادريسي في رفع اللبس والشبهات |ص ٨١ ط. مصر 12.|- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٨٦ ط. إسلامبول 14.|- الكمشخانوي في راموز الأحاديث |ص ٣٤٠ ط. قشلة همايون بالاستانة 15.|- المناوي في كنوز الحقائق |ص ١١٣ ط. بولاق بمصر 16.|- النبهاني في كتابه الفتح الكبير |٢: ٣٢٤| وفي الشرف المؤبّد |ص ٥٥ ط. الحلبي وأولاده 17.|- الحبيب علوي الحدّاد في القول الفصل |٢: ١٩ ط. جاوا 18.|- الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٤٢ ط. لاهور 19.|- ابن كثير في تفسيره |٧: ٣٤ ط. الخيريّة ببولاق مصر| روى عن ابن عمر 20 .- السيّد صديق حسن خان ملك بهوپال في تفسيره فتح البيان |٦: ٢٦١ ط. بولاق بمصر 21.|- الحاكم في المستدرك |٣: ١٥٨ ط. حيدرآباد الدكن| روى عن المسور بن مخرمة 22 .- ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٦ وص ٢٣٤ ط. عبداللطيف 23.|- ابن عبد ربّه في العقد الفريد |٢: ٣٢ ط. الشرقيّة بمصر 24.|- ابن الأثير في النهاية |٢: ١٤٩ ط. الخيريّة بمصر 25.|- ابن منظور في لسان العرب |١: ٤٥٩ ط. بيروت 26.|- إحقاق الحقّ |٩: ٦٥٦ - ٦٧٠|)

33- (قوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ سببَ وَنَسَبَ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي(جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طرق كثيرة، رواه ابن عباس بإسناد حسن كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ /١٢٩)، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق كثيرة يرويها سعيد بن منصور في " سننه " (٥٢٠ -٥٢١)، وابن سعد في " الطبقات " (٨ / ٤٦٣)، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٢٤/١)، والحاكم في " المستدرك" (١٤٢/٣)، وكذا البيهقي (١١٤/٧)، وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كما في " مسند أحمد "، (٢٠٧/٣١)، وأبي سعيد الخدري في " مسند أحمد "، (٢٢٠/١٧)، وساق محققو طبعة الرسالة في هذا الموطن جميع شواهد الحديث، وتوصلوا إلى الحكم بحسنه لكثرة طرقه وشواهده. وخرجه ابن الملقن في " البدر المنير " (٤٨٧/٧-٤٩٠) وجمع طرقه وصححه.
حديث في اتّصال نسبه وسببه إلى يوم القيامة رواه جماعة من أعاظم المحدّثين وأعلام القوم، منهم 1 :- ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى |٨: ٤٦٣ ط. بيروت| روى عن عمر بن الخطّاب، قال: قال النبيّ "صلى الله عليه وآله": كلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة، إلاّ نسبي وسببي 2 :- الخطيب البغدادي في كتابه تأريخ بغداد |٦: ١٨٢| روى عن عمر بن الخطاب أيضاً بلفظ: كلّ سبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي .

3- الطبراني في كتابه المعجم الكبير |ص ١٣٠| روى عن عمر أيضاً بلفظ: ينقطع يوم القيامة كلّ سبب ونسب إلاّ سببي ونسبي 4 .- الاصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء |٤: ٤٧٩ ط. مكتبة الحياة بيروت 5.|- البيهقي في السنن الكبرى |٤: ٦٣ ط. حيدرآباد 6.|- ابن أبي الحديد في شرح النهج |٣: ١٢٤ ط. القاهرة 7.|- الذهبي في تذكرة الحفّاظ |٣: ١١٧ ط. حيدرآباد 8.|- الهيثمي في مجمع الزوائد |٩: ١٧٣ ط. القدسي بالقاهرة 9.|- السيوطي في الجامع الصغير |ص ٢٣٦ ط. مصر 10.|- ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث |ص ١٥٠ ط. مصر 11.|- الادريسي في رفع اللبس والشبهات |ص ٨١ ط. مصر 12.|- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٨٦ ط. إسلامبول 14.|- الكمشخانوي في راموز الأحاديث |ص ٣٤٠ ط. قشلة همايون بالاستانة 15.|- المناوي في كنوز الحقائق |ص ١١٣ ط. بولاق بمصر 16.|- النبهاني في كتابه الفتح الكبير |٢: ٣٢٤| وفي الشرف المؤبّد |ص ٥٥ ط. الحلبي وأولاده 17.|- الحبيب علوي الحدّاد في القول الفصل |٢: ١٩ ط. جاوا 18.|- الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٤٢ ط. لاهور 19.|- ابن كثير في تفسيره |٧: ٣٤ ط. الخيريّة ببولاق مصر| روى عن ابن عمر 20 .- السيّد صديق حسن خان ملك بهوپال في تفسيره فتح البيان |٦: ٢٦١ ط. بولاق بمصر 21.|- الحاكم في المستدرك |٣: ١٥٨ ط. حيدرآباد الدكن| روى عن المسور بن مخرمة 22 .- ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٦ وص ٢٣٤ ط. عبداللطيف 23.|- ابن عبد ربّه في العقد الفريد |٢: ٣٢ ط. الشرقيّة بمصر 24.|- ابن الأثير في النهاية |٢: ١٤٩ ط. الخيريّة بمصر 25.|- ابن منظور في لسان العرب |١: ٤٥٩ ط. بيروت 26.|- إحقاق الحقّ |٩: ٦٥٦ - ٦٧٠|)

34- (قوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ سببَ وَنَسَبَ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي(جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طرق كثيرة، رواه ابن عباس بإسناد حسن كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ /١٢٩)، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق كثيرة يرويها سعيد بن منصور في " سننه " (٥٢٠ -٥٢١)، وابن سعد في " الطبقات " (٨ / ٤٦٣)، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٢٤/١)، والحاكم في " المستدرك" (١٤٢/٣)، وكذا البيهقي (١١٤/٧)، وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كما في " مسند أحمد "، (٢٠٧/٣١)، وأبي سعيد الخدري في " مسند أحمد "، (٢٢٠/١٧)، وساق محققو طبعة الرسالة في هذا الموطن جميع شواهد الحديث، وتوصلوا إلى الحكم بحسنه لكثرة طرقه وشواهده. وخرجه ابن الملقن في " البدر المنير " (٤٨٧/٧-٤٩٠) وجمع طرقه وصححه.
حديث في اتّصال نسبه وسببه إلى يوم القيامة رواه جماعة من أعاظم المحدّثين وأعلام القوم، منهم 1 :- ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى |٨: ٤٦٣ ط. بيروت| روى عن عمر بن الخطّاب، قال: قال النبيّ "صلى الله عليه وآله": كلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة، إلاّ نسبي وسببي 2 :- الخطيب البغدادي في كتابه تأريخ بغداد |٦: ١٨٢| روى

عن عمر بن الخطاب أيضاً بلفظ: كلّ سبب وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي .
3ـ الطبراني في كتابه المعجم الكبير |ص ١٣٠| روى عن عمر أيضاً بلفظ: ينقطع يوم القيامة كلّ سبب ونسب إلاّ سببي ونسبي 4 .ـ الاصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء |٤: ٤٧٩ ط. مكتبة الحياة بيروت 5.|ـ البيهقي في السنن الكبرى |٤: ٦٣ ط. حيدرآباد 6.|ـ ابن أبي الحديد في شرح النهج |٣: ١٢٤ ط. القاهرة 7.|ـ الذهبي في تذكرة الحفّاظ |٣: ١١٧ ط. حيدرآباد 8.|ـ الهيثمي في مجمع الزوائد |٩: ١٧٣ ط. القدسي بالقاهرة 9.|ـ السيوطي في الجامع الصغير |ص ٢٣٦ ط. مصر 10.|ـ ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث |ص ١٥٠ ط. مصر 11.|ـ الادريسي في رفع اللبس والشبهات |ص ٨١ ط. مصر 12.|ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص ١٠٠ مخطوط 13.|ـ القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٨٦ ط. إسلامبول 14.|ـ الكمشخانوي في راموز الأحاديث |ص ٣٤٠ ط. قشلة همايون بالاستانة 15.|ـ المناوي في كنوز الحقائق |ص ١١٣ ط. بولاق بمصر 16.|ـ النبهاني في كتابه الفتح الكبير |٢: ٣٢٤| وفي الشرف المؤبّد |ص ٥٥ ط. الحلبي وأولاده 17.|ـ الحبيب علوي الحدّاد في القول الفصل |٢: ١٩ ط. جاوا 18.|ـ الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٢٤٢ ط. لاهور 19.|ـ ابن كثير في تفسيره |٧: ٣٤ ط. الخيريّة ببولاق مصر| روى عن ابن عمر 20 .ـ السيّد صديق حسن خان ملك بهوپال في تفسيره فتح البيان |٦: ٢٦١ ط. بولاق بمصر 21.|ـ الحاكم في المستدرك |٣: ١٥٨ ط. حيدرآباد الدكن| روى عن المسور بن مخرمة 22 .ـ ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٦ وص ٢٣٤ ط. عبداللطيف 23.|ـ ابن عبد ربّه في العقد الفريد |٢: ٣٢ ط. الشرقيّة بمصر 24.|ـ ابن الأثير في النهاية |٢: ١٤٩ ط. الخيريّة بمصر 25.|ـ ابن منظور في لسان العرب |١: ٤٥٩ ط. بيروت 26.|ـ إحقاق الحقّ |٩: ٦٥٦ ـ ٦٧٠|)

35- (روى الحاكم النيسابوري باسناده عن ابن عباس، قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي امانٌ لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه»(المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١٤٩، ورواه الحضرمي في وسيلة المآل ص١١٣، والذهبي في تلخيص المستدرك، والسخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ص٨٠ مخطوط .)
روى أحمد بأسناده عن عنترة عنأبيه عن جده عن عليّ عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»(المناقب ج١ حديث /٢٥٥، ووراه الحضرمي في وسيلة المآل ص١١٤ والقندوزي في ينابيع المودة ص١٩ الباب الثالث، والسخاوى في استجلاب ارتقاء الغرف ص٨٠ مخطوط .)

روى القندوزي باسناده عن أنس قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون»(ينابيع المودة ص٢٠ .)
وروى عن أحمد «ان الله خلق الأرض من أجل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله»(ينابيع المودة ص٢٠ .)
وروى باسناده عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «قال «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي»(ينابيع المودة ص٢٠ .)
وروى باسناده عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين. قال: «نحن ائمة المسلمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة الغر المحجلين وموالي المسلمين، ونحن أمان لأهل لأهل الارض، كما ان النجوم أمان لأهل السماء ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض الاّ باذن الله وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض ولو لا ما على الأرض منا لانساخت باهلها، ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السّلام من حجة لله فيها ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو الى ان تقوم الساعة من حجة فيها ولو لا ذلك لم يعبد الله .
قال الاعمش: قلت لجعفر الصادق: كيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحابٌ»(ينابيع المودة ص٢١)
روى الهيثمي، عن سلمة بن الاكوع عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «النجوم جعلت أماناً لأهل السماء وان أهل بيتي أمان لأمّتي»(مجمع الزوائد ج٩ ص١٧٤)
روى السخاوي، باسناده عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «النجوم امانٌ لأهل السماء وأهل بيتي امانٌ لأمتي»(٨
قال القندوزي: «أخرج الحموينى عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما ان النجوم أمان لأهل السماء. ايضاً اخرجه الحاكم عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس»(ينابيع المودة ص٢٠ .)
قال محمّد صدر العالم في ذيل الآية الكريمة (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ)(سورة الانفال: ٣٣ .):«أشار صلّى الله عليه وسلّم الى وجود ذلك المعنى في أهل بيته وانهم أمان لأهل الأرض كما كان هو اماناً لهم وفي ذلك احاديث كثيرة : منها: ما أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن عساكر عن اياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي امانٌ لأمتي .
وأخرج الحاكم عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا امانٌ لأصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون ، وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون .
وأخرج الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين عن ابن عباس، قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي

من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس»(معارج العلى في مناقب المرتضى، المعراج التاسع ص١٤٥. ورواها البدخشي في مفتاح النجاء ص١٢)

قال السمهودي: «يحتمل أنَّ المراد من أهل البيت الذين هم أمان للأمّة علماؤهم الذين يقتدى بهم كما يقتدى بنجوم السماء، وهم الذين إذا خلت الأرض منهم جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون وذهب أهل الأرض... ويحتمل ان المراد من كونهم أماناً للأمة أهل البيت مطلقاً، وان الله تعالى لما خلق الدنيا بأسرها من اجل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم جعل دوامها بدوامه، ودوام أهل بيته صلّى الله عليه وآله وسلّم فإذا انقضوا طوي بساطها، ولعلّ حكمته وسره ان الله جعل أهل بيت نبيه مساوين له صلّى الله عليه وآله وسلّم في أشياء كثيرة، عدّ الفخر الرازي منها خمسة اشياء كما تقدم في الذكر الثالث وقد قال تعالى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ) الآية، فألحق الله تعالى وجود أهل بيته في الأمّة بوجوده، فجعلهم امانا لهم لما سبق في الذكر الأول من قوله فيهم: (اللهم انهم مني وأنا منهم) وقد يقوى هذا بان فاطمة منهم بضعة منه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصحيح، واولادها بضعة من تلك البضعة فيكونون بضعة منه بالواسطه، وكذا بنو بنيهم وهلّم جرّا، فكل من يوجد منهم في كل زمان بضعة منه بالواسطة، فاقيم وجودهم في كونهم أماناً للأمّة مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا من مزيد الكرامة وعلوّ المنزلة والحظوة ما لا يخفى»(جواهر العقدين، العقد الثاني، الذكر الخامس ص١٩١ مخطوط.

ورد هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة، هم : سلمة بن الأكوع، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين.

1- حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: أخرجه مسدد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، في «مسانيدهم» كما في «المطالب العالية» (١٦/٢١٥-٢١٧/رقم ٣٩٧٢، و١٨/٣٨٦/رقم ٤٤٩٩)، وابن أبي غرزة في «مسند عابس الغفاري» (رقم ٢٠)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٥٣٨)، والكديمي في «جزء من حديثه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٤٣)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (١٦/٢١٧/رقم ٣٩٧٢)، والروياني في «مسنده» (٢/٢٥٣/رقم ١١٥٢، ٢/٢٥٨/رقم ١١٦٤، و١١٦٥)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٢/٨٤٠/رقم ١١٣٣)، وأبو أحمد الفرضي في «جزء من فوائد منتقاة من روايته» (رقم ٤٣)، وأبو الحسين ابن المهتدي بالله في «مشيخته» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٠، و٤٦)، وأبو الحسن البغدادي في «جزء من حديثه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٣)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في «أماليه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٧٤)، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» (٣/٩٧٧/رقم ٢٠٢٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/٢٣٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/٢٥/رقم ٦٢٦٠)، وأبو عبدالله الروذباري في «ثلاثة مجالس من أماليه» (مخطوطة الظاهرية : رقم ٣٣)، ومحمد بن سليمان الكوفي الشيعي في «مناقب علي» (٢/١٣٣/رقم ٦١٨،

و٢/١٤٢/رقم ٦٢٣، و٢/١٧٤/رقم ٦٥١)، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي الشيعي في «كمال الدين وتمام النعمة» (ص ٢٠٥/رقم ١٨)، وأبو جعفر الطوسي الشيعي في «الأمالي» (رقم ٤٧٠)، والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص ٣٠٣)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/٤٦٢-٤٦٣)، والشجري في «الأمالي الخميسية» (١/١٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/٢٠)، من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه مرفوعاً به.

والحديث عزاه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٠/٢٣٤) لابن السماك في «جزء من حديثه» (٢/٦٧.(قال الحافظ ابن حجر في «المطالب «هذا إسناد ضعيف.« قلت : فيه موسى بن عبيدة الربذي أحد الضعفاء، شغلته العبادة عن ضبط الحديث، فأدركته غفلة الصالحين ! وفي حديثه نكرة وخطأ، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٢٣٤: (كان من خيار عباد الله نسكاً وفضلاً وعبادةً وصلاحاً، إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهماً، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد له، فبطل الاحتجاج به من جهة النقل، وإن كان فاضلاً في نفسه !»اهـ.

وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: موسى بن عبيدة ضعيف، يحدث بأحاديث مناكير .«ولحديثه هنا متابعة ناقصة يحسن الكلام عليها ... أخرجها محمد بن سليمان الكوفي الشيعي في «المناقب» (٢/١٧٥/رقم ٦٥٣)، من طريق أبي أحمد، قال : أخبرنا علي بن مسلم، عن أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض.« قلت : أبو أحمد هذا هو عبدالرحمن بن أحمد الهمداني، لا يعرف. وليس هو عبدوس ذاك اسمه عبدالرحمن بن أحمد بن عباد الهمذاني، وكنيته أبو محمد. ويختلفان في الطبقة أيضاً. والحديث رواه أصحاب أبي عاصم، عنه، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه مرفوعاً به. وهم:

أ ـ خليفة بن خياط؛ وحديثه عند الشجري في «الأمالي.« ب ـ أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي؛ وحديثه عند ابن المهتدي بالله في «مشيخته»، والخطيب في «الموضح.« ج ـ أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي؛ وحديثه عند الشجري في «الأمالي.« د ـ محمد بن يونس الكديمي، وحديثه في «جزئه» وعند غيره أيضاً، إلا أنه متهم.هـ ـ وأبو أحمد عبدالرحمن بن أحمد بن عباد الهمذاني نفسه، وحديثه عند محمد بن سليمان الكوفي الشيعي في «مناقب علي» (٢/١٧٤/رقم ٦٥١ .(وموافقة أبي أحمد المذكور لأصحاب أبي عاصم تارة، ومخالفته لهم تارة أخرى دليل على أنه كان لا يثبت على وجه في روايته لهذا الحديث، وأنه كان يتردد في إسناده. فلا يؤخذ منه إلا الوجه الموافق لرواية أصحاب أبي عاصم لأنهم ثبتوه فيه، الأمر الذي يجعل ما رواه عن علي بن مسلم، عن أبي عاصم منكراً ضعيفاً لأسباب ثلاثة:

جهالة أبي أحمد وتفرده بالحديث من هذا الوجه ومخالفته لأصحاب أبي عاصم فيه .
فإذا عُلم نكارة هذه المتابعة، بقي موسى بن عبيدة الربذي متفرداً بهذا الحديث عن إياس بن سلمة بن الأكوع. ولإياس أصحاب اعتنوا بنقل حديثه وأكثروا عنه، وهم : عكرمة بن عمار اليمامي وهو راوية إياس بن سلمة، ثم أبو العميس عتبة بن عبدالله المسعودي ويعلى بن الحارث المحاربي، ونحوهم. فتفرد موسى بن عبيدة بهذا الخبر دونهم ـ بل دون جميع أصحاب إياس بن سلمة ـ يجعل حديثه منكراً مردوداً.

2ـ حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ورد عنه من طرق :لأولى : عن عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن علي .أخرجها أبو بكر القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» (٦٧١/٢/رقم ١١٤٥)، ومن طريقه يحيى بن الحسن الأسدي الحلي الشيعي المعروف بابن البطريق في «عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» (رقم ٥١٠)، من رواية يوسف بن نفيس ح وأخرجها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي الشيعي في «كمال الدين وتمام النعمة» (ص ٢٠٥/رقم ١٩)، عن محمد بن عمر الحافظ البغدادي، قال : حدثني أبو بكر محمد بن السري بن سهل، قال : حدثنا عباس بن الحسين ح وأخرجها أبو محمد ابن أبي نصر التميمي في «مسند علي» (٢/٢) من طريق محمد بن يونس بن موسى البصري أبي العباس، قال : حدثنا عمرو بن الحباب السلمي ثلاثتهم قالوا : ثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعاً بلفظ: النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض.«
قلت : لا يخلو إسناد من هذه الأسانيد من كلام: ففي الأول : يوسف بن نفيس أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٤٣/١٦-٤٤٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .وفي الثاني : محمد بن عمر هو أبو بكر ابن الجعابي، وحاله معلومة، قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٦٧٠/٣: (من أئمة هذا الشأن ببغداد على رأس الخمسين وثلاثمائة، إلا أنه فاسق رقيق الدين.« وتفصيل حاله عند الدارقطني فيما نقله عنه الحاكم في «سؤالاته له» (رقم ٢٢٥.(

وفي الثالث : أبو العباس محمد بن يونس بن موسى البصري الكديمي، وهو متهم .ثم مدار هذه الأسانيد الثلاثة على عبدالملك بن هارون بن عنترة، وهو متهم بالكذب والوضع؛ نقل البرقاني في «سؤالاته» (رقم ٢٥٢) عن الدارقطني أنه قال: متروك يكذب.« وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (رقم ٣٦٢: (

عن أبيه، وأبوه أيضاً متروك، روى عن حبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق.«
الطريق الثانية : عن المنصور العباسي، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن عباس، عن علي .أخرجه من هذا الوجه أبو محمد ابن أبي نصر التميمي في «مسند علي» (٢/١) من طريق المأمون، عن الرشيد، قال : حدثني المهدي، عن المنصور، قال : حدثني

أبي، عن جدي، قال : سمعت عبدالله بن عباس : قال علي بن أبي طالب مرفوعاً. وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٣٤/١٠ (
:وهذا إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالملوك العباسيين؛ من دون المنصور - واسمه عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس -؛ لا يعرف حالهم في الحديث.«

قلت : طوى الشيخ الألباني ذكر بداية الإسناد بين ابن أبي نصر التميمي ـ مصنف «مسند علي» ـ والخليفة المأمون، ولازم صنيعه أن تلك الوسائط هم من الرواة الثقات، فليراجع الأصل للتأكد من هذه القضية.
الطريق الثالثة : عن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي مرفوعاً : أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فويل لمن خذلهم وعاندهم .«أخرجها الشجري في «الأمالي» (١٥٢/١-١٥٣)، من رواية أبي الحسين عمر بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروذي، قال : حدثنا موسى بن إبراهيم المروذي الأعور، قال : حدثنا موسى بن جعفر بن محمد، قال حدثنا أبي جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي مرفوعاً به.
قلت : موضوع، آفته موسى بن إبراهيم المروزي، كذبه يحيى وتركه الدارقطني وغيره كما في ترجمته في «الميزان» (١٩٩/٤). والأشناني فيه مقال.
3ـ حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٤٩/٣)، قال : حدثنا مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقي، ثنا خليد بن دعلج أبو عمرو السدوسي، أظنه عن قتادة، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس.« قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«(!) فتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع ! ابن أركون ضعفوه، وكذا خليد ضعفه أحمد وغيره.« قلت : ولهذا الحديث علل : الأولى : ابن أركون نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٢١/٢) عن والده أنه قال فيه : ليس بثقة، أخرج إلينا كتاباً عن محمد بن راشد، فبقي يتفكر، فظننا أنه يتفكر هل يكذب أم لا ! فقلتُ : سمعتَ من الوليد ابن مسلم عن محمد بن راشد ؟ قال : نعم«! وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (رقم ٩٩: (شامي منكر الحديث «وتابعه على هذا الحديث : محمد بن سليمان الحراني، فخالفه في متنه وإسناده !
أخرج حديثه أبو الفتح الأزدي في بعض كتبه، ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١٢/١/رقم ٢٩٨)، من رواية أبي يعلى محمد بن عبيد الله الملطي، قال : حدثنا وهب بن حفص الحراني، قال : حدثنا محمد بن سليمان الحراني، قال : حدثنا خليد بن دعلج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: أمان لأهل الأرض من

الغرق القوس قُزح، وأمان لأهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقريش، وإذا خالف قريشاً قبيلةٌ صارت من حزب إبليس.«
قلت : مداره على وهب بن حفص الحراني، نسب هنا إلى جده؛ واسمه الكامل وهب بن يحيى بن حفص بن عمرو المعروف بأبي الوليد بن المحتسب الحراني. قال ابن عدي في «الكامل» (٦٩/٧-٧٠: (
سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول : أبو الوليد بن المحتسب هو وهب بن حفص. وسمعت أبا عروبة يقول: أبو الوليد بن المحتسب كذاب يضع الحديث«!
فسألته مرة أخرى عنه فقال: يكذب كذباً فاحشاً ! وهو ابن أخي عبدالرحمن بن عمرو .«وذكر له ابن عدي بعض مناكيره، ثم ختم ترجمته بقوله: ولوهب بن حفص غير ما ذكرت، وكل أحاديثه مناكير غير محفوظة«! قال الدارقطني في «تعليقاته على كتاب المجروحين لابن حبان» (ص ١١٤: (وهب بن حفص أبو الوليد الحراني كذاب، مشهور بذلك»اهـ.
وقال ابن الجوزي عقب حديثه هذا: وهو المتهم به.« وعليه، فهذه المتابعة بمنزلة العدم. ويبقى الحمل في هذا الحديث على ابن أركون، والله تعالى أعلم. والعلة الثانية :خليد بن دعلج نقل ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (٣٨٤/٣) عن أبيه أنه قال: صالح ليس بالمتين في الحديث، حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة»اهـ.
وهذا أعدل ما قيل فيه، وإلا ففيه من الجرح أشد من هذا. والعلة الثالثة : النكارة سنداً ومتناً وبيانها أن الحديث رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن علي الأبار، فخالف مكرم بن أحمد القاضي في إسناده ومتنه.. قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٢٥/١-٢٢٦/رقم ٧٤٣: (
حدثنا أحمد، قال : نا إسحاق بن سعيد بن الأركون أبو سلمة الجمحي الدمشقي، قال : نا خليد بن دعلج أبو عمرو السدوسي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمان أهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقريش. قريش أهل الله ـ ثلاث مرات ـ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس.«
وعن الطبراني رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الشافعي في «حلية الأولياء» (٦٥/٩.(
ولم ينفرد به أحمد بن علي الأبار من هذا الوجه، بل تابعه على إسناده ومتنه بقية أصحاب إسحاق بن سعيد: أ ـ منهم : العباس بن الوليد بن صالح.
أخرج حديثه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٥٣٨/١)، قال:
حدثني العباس بن الوليد بن صالح، قال : حدثنا إسحق بن سعيد أبو مسلمة، قال : حدثني خليد بن دعلج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عباس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمان الأرض من الغرق القوس، وأمان أهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقريش، فإذا خالفتهم قبيلة صاروا حزب إبليس.« ب ـ ومنهم : محمد بن أحمد بن الوليد.
أخرج حديثه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٢/٧/رقم ٦٧٠٩: (

حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد، نا إسحاق بن سعيد بن الأركون الدمشقي، ثنا خليد بن دعلج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمان الأرض من الغرق القوس، وأمان أمتي من الاختلاف الموالاة لقريش، قريش أهل الله، ثلاثا، فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس.«

وقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا خليد بن دعلج، تفرد به إسحاق بن سعيد.« ج ود ـ ومنهم : أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي والحسن بن علي بن خلف الصيدلاني. أخرج حديثهما تمام الرازي في «الفوائد» (١٢٤/١/رقم ٢٨٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٧/٨)، من رواية خيثمة بن سليمان، قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي، حدثنا أبو مسلمة إسحاق بن سعيد القرشي، حدثنا خليد بن دعلج
قال تمام : ح وحدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن القرشي من لفظه، حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني، حدثنا إسحاق بن سعيد بن الأركون، حدثنا خليد بن دعلج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعاً
أمان الأرض من الغرق القوس، وأمان الاختلاف الموالاة لقريش، قريش أهل الله، قريش أهل الله، فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس.« هـ ـ ومنهم : أبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي
أخرج حديثه تمام في «الفوائد» (١٢٤/١/رقم ٢٨٤)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٧/٨)، من رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، حدثنا أبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي، حدثنا أبو مسلمة إسحاق بن سعيد بن الأركون مثله.
قلت : واتفاق أصحاب ابن أركون ـ بما فيهم أحمد بن علي الأبار ـ على رواية الحديث عنه، عن خليد بن دعلج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «أمان الأرض من الغرق القوس، وأمان أمتي من الاختلاف الموالاة لقريش، قريش أهل الله، ثلاثا، فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس»، يجعل ما رواه الحاكم النيسابوري عن مكرم بن أحمد القاضي عن أحمد بن علي الأبار، عن ابن أركون، عن خليد، عن قتادة ظناً، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس» يجعله خطأ محضاً، لمخالفة مكرم بن أحمد القاضي عن أحمد بن علي الأبار لرواية بقية أصحاب ابن أركون:
في إسناده : وذلك بزيادة قتادة بين خليد وعطاء وفي متنه : وذلك بجعل الأمان من الاختلاف في أهل البيت بدلاً من قريش. فحديث الحاكم خطأ في رواية هذا الخبر الواهي، والله تعالى أعلم.
4 ـ حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٨/٢)، قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني بالكوفة،

حدثنا عبيد بن كثير العامري، حدثنا يحيى بن محمد بن عبدالله الدارمي، حدثنا عبدالرزاق، أنبأ ابن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإنه لعلم للساعة) فقال : النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذهبتُ أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون.« قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.«(!)

فتعقبه الذهبي بقوله: أظنه موضوعاً ! وعبيد متروك، والآفة منه.« قلت : واختلفوا على محمد بن سوقة في إسناده ومتنه: أ ـ فقيل : عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، أبيه مرفوعاً.

أخرجه من هذا الوجه الحاكم في «المستدرك» (٤٥٧/٣)، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن القاضي بهمدان من أصل كتابه، حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا عبدالله بن عمرو بن مرة، حدثني محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خرج ذات ليلة، وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة - أو ساعة - والناس ينتظرون في المسجد، فقال : ما تنتظرون ؟ «فقالوا : ننتظر الصلاة. فقال : إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها»، ثم قال : «أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم .« ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال : النجوم أمان لأهل السماء، فإن طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي، فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون.«

وهذا وجه مرسل، لأن المنكدر بن عبدالله القرشي لم تثبت له صحبة، بل هو معدود في جملة التابعين، انظر «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص ٢٨٧). وقد وسكت الحاكم عن إسناده، والظاهر أن الذهبي لم يورده في «تلخيص المستدرك»؛ وله علتان :

الأولى : محمد بن المغيرة اليشكري هكذا وقع في طبعة «المستدرك»، ووقع في «الميزان» (٤٦/٤) : «السكري»، ونقل عن السليماني أنه قال فيه: »فيه نظر.«وهذه العبارة لا يطلقها السليماني إلا فيمن كان شديد الضعف عنده. إلى هذا، فقد خولف محمد بن المغيرة هذا في متن الحديث: فقد رواه حفص بن عمر المهرقاني الرازي، فقال : حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا عبدالله بن عمرو بن مرة الجملي، حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة ـ أو ساعة ـ، والناس ينتظرون في المسجد، فقال : ما تنتظرون ؟ «

قالوا : ننتظر الصلاة، قال : أما أنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها»، ثم قال : «أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم .« ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال : النجوم أمان السماء، فإن طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان أصحابي، فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان أمتي، فإذا قبض

أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يا بلال أقم«! أخرج حديثه عبدالباقي بن قانع في «معجم الصحابة» (١٢٠/٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٦١/٢٠/رقم ٨٤٦)، وفي «الصغير» (١٦٦/٢/رقم ٩٦٧)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١٤/٤).(وقال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمد بن سوقة إلا عبدالله بن عمرو، تفرد به القاسم.« وحفص بن عمر المهرقاني ثقة وقد خالف اليشكري في متنه كما ترى، فينبغي النظر في القاسم الذي تفرد بالحديث من هذا الوجه، وهو: العلة الثانية : القاسم بن الحكم العرنيوثقه جماعة، لكن قال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به.«وسببه ما ذكره الإمام أحمد قال : سألني أبو نعيم عن القاسم بن الحكم الهمذاني، فقال»: فيه تلك الغفلة كما كانت«! وأدى ذلك إلى وجود مناكير في حديثه، حتى قال العقيلي: في حديثه مناكير، لا على كثير من حديثه.«ولذلك قال الحافظ في «التقريب» (رقم ٥٤٩٠ : (صدوق فيه لين.«فالحديث من هذا الوجه منكر، للين القاسم بن الحكم ومخالفته لمن هو أوثق منه! فقد أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم ٥٦٩)، فقال: أخبرنا محمد بن سوقة، عن علي بن أبي طلحة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بعض بيوته إلى المسجد، فلم ير أحداً فيه، فسمع في زاوية من زاوياه صوتاً فأتاهم، فقال: الصلاة تنتظرون ؟! أما إنها صلاة لم تكن في الأمم قبلكم؛ وهي العشاء .«ثم نظر إلى السماء، فقال

»إن النجوم أمان للسماء، فإذا طمست النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون .«وهذا هو الصواب في هذا الحديث إسناداً ومتناً. وكما خالف القاسم بن الحكم العرني في إسناد هذا الحديث خالف غيره من الضعفاء: منهم : الصباح بن محارب

أخرج حديثه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٣٧/٤/رقم ٤٠٧٤: (حدثنا علي ـ يعني ابن سعيد الرازي ـ، قال : نا الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي، قال : نا الصباح بن محارب، قال : نا محمد بن سوقة، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال »النجوم أمان لأهل السماء، وأصحابي أمان لأمتي.« ومن طريقه الطبراني أسنده الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ٦١-٦٢).(ثم قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سوقة إلا الصباح، تفرد به الحسين بن عيسى.« وقال الحافظ: رجاله موثقون.«..

ومنهم : القاسم بن غصن أخرج حديثه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/٧/رقم ٦٦٨٧)، والخطيب البغدادي في «المهروانيات» (رقم ٤٧)، من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي، ثنا القاسم بن غصن، ثنا محمد بن سوقة، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فقال : النجوم أمان لأهل السماء، وأنا أمان لأصحابي، وأصحابي أمان لأمتي.« ثم قال

الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سوقة إلا القاسم بن غصن، تفرد به محمد بن عبدالعزيز.« وقال الخطيب:
»هذا حديث غريب من حديث أبي بكر محمد بن سوقة البجلي، عن علي بن أبي طلحة. تفرد بروايته عنه هكذا القاسم بن غصن، وتابعه الصباح بن محارب عن ابن سوقة. وخالفهما عبدالله بن المبارك، فرواه عن ابن سوقة، عن علي بن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ابن عباس. وابن سوقة كوفي ثقة، عزيز الحديث، والحفاظ من الرواة يجمعون حديثه.« فهاتين المخالفتين بمنزلة الريح!

ب ـ والوجه الثاني من الاختلاف على محمد بن سوقة قول من قال : عنه، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري. أخرجه من هذا الوجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦/١/رقم ٤١)، قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش، حدثنا الحسين بن محمد بن حاتم عبيد العجلي، قال : حدثنا محمد بن خلف التيمي ـ كوفي ضرير ـ، قال : ثنا حسين بن علي، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ولفظه: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.« قلت : تفرد به محمد بن خلف التيمي الضرير عن حسين بن علي الجعفي. والحديث قد رواه الناس عن حسين بن علي الجعفي، عن مجمع بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى مرفوعاً به. فهذا أصل الحديث، فجاء محمد بن خلف التيمي فأبدل مجمع بن يحيى بمحمد بن سوقة، فحديثه منكر.)

36- (حديث في أنّ اللّه وعد رسوله بأن لا يعذّب أهل بيته رواه جماعة من أعلام القوم، منهم:

1 ـ الحاكم في المستدرك |٣: ١٥٠ ط. حيدرآباد| روى مسنداً إلى أنس بن مالك "رضي الله عنه" قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله": وعدني ربّي في أهل بيتي من أقرّ منهم بالتوحيد، ولي بالبلاغ أن لا يعذّبهم 2 ـ الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد في القول الفصل |٢: ٤٢ ط. جاوا|بلفظ: وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بمصر 6.|ـ البدخشي في مفتاح النجا |ص ٨ 7.|ـ القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٩٣ ط. إسلامبول 8.|ـ الامرتسري في أرجح المطالب |ص ٣٣٣ ط. لاهور.|
9ـ النبهاني في جواهر البحار |١: ٣٦١ ط. القاهرة10.|ـ الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع بذيل المستدرك |٣: ١٠٥ بالتوحيد والبلاغ أن لا يعذّبهم 3 .ـ العلاّمة باكثير في وسيلة المآل |ص ٦٣ خ. الظاهريّة بدمشق 4.|ـ السيوطي في إحياء الميت هامش الإتحاف |ص ١٤٤ ط. الحلبي 5.|ـ ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٥ عبداللطيف ط. حيدرآباد11|ـ نوراللّه الحسيني في إحقاق الحقّ |٩: ٤٧٤ ـ ٤٧٥

37- (وهي مروية من ثلاثة طرق؛ إحداها: أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (١٦٤/٢) قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا محمد بن زيد أن ابن سويد ثنا سلام بن سليمان أبو العباس الدمشقي ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "في قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى قال رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة."
والثانية: ذكرها السيوطي بعد الرواية الأولى في الدر المنثور للسيوطي (٥٤٢/٨) فذكر أن الخطيب أخرجها في تلخيص المتشابه من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: "في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال لا يرضى محمد واحد من أمته في النار "
والثالثة أخرجها الطبري في تفسيره (٢٣٢/٣٠) إلا أن روايته مقيدة بأهل البيت، قال الطبري: حدثني عباد بن يعقوب قال ثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن ابن عباس: "في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار."

وهذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة، وغير مشهورة، أما الأوليان فلغرابتهما جداً، إذ ليس لهما ذكر في شيء من الكتب المسندة عند تفسير هذه الآية، إضافة إلى ضعف إسناد الأولى منها، لضعف سلام بن سليمان وشريك، وابن سويد أظنه أيوب بن سويد الرملي وهو ضعيف أيضاً، ومحمد بن زيد لم أعرفه، وأما الرواية الثانية فلم أقف على إسنادها، وأما الثالثة ففيها الحكم بن ظهير وهو ضعيف جداً.

وأصح ما ورد في هذا الباب مرفوعاً ما أخرجه مسلم في صحيحه ح(٢٠٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني} وقال عيسى عليه السلام: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.")

38- (هذا الحديث أخرجه كبارالأئمة والحفّاظ بأسنانيدهم, وذكروه في فضائل سيدة نساءالعالمين, في كتبهم المعتبرة: كالبزار وأبي يعل في مسنديهما, وأبن شاهين في السّنة, وعنهم السيوطي (إحياء الميّت بفضائل أهل البيت الحديث ٣٨ :٣٥). والطبراني في الكبير(المعجم الكبيرالترجمة ١٠١٨, ٤٠٦/٢٢, ٤٠٧) والدار قطني (العلل الواردة, السؤال٧١٠, ٦٥/٥). والحاكم (المستدرك على الصحيحين, حديث٤٧٢٦,

١٦٥/٣). وأبي نعيم (حلية الأولياء الترجمة٢٧٤, زيد بن حبيش ١٨٨/٤) والخطيب (تاريخ بغداد, الترجمة ٩٩٧, محمد بن علي الرضا أحد الأئمة الاثنى عشر٥٤/٣) وأبن عساكر (فيض الغدير, حديث ٢٣٠٩, ٥٨٦/٢) والمزّي (تهذيب الكمال, الترجمة ٧٨٩٩, ٢٥١/٣٥) والمحب الطبري (ذخائر العقبى, ذكر تحريم ذريتها على النار: ٤٨) وابن حجرالعسقلاني (المطالب العالمية, حديث٣٩٨٧, ٧٠/٤) والزّرقاني (شرح المواهب اللدنية ٢٠٣/٣) والمتقي الهندي (كنزالعمال ١٠٨/١٢ الرقم ٣٤٢٢٠ عن: البزار وابن عساكر والطبراني والحاكم) وغيرهم. وهؤلاء ((أهل المعرفة بالحديث))؟

وأما سند الحديث, فمنهم من صحّحة كالحاكم النيسابوري, ومنهم من رواه ولم يتكلّم بشيء كالمزّي قال ((روينا....وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود...)) وكالخطيب ومنهم من تكلّم فيه لمكان (عمر بن ثابت) في سنده كالذهبي حيث قال: (فالآفة عمرو) (ميزان الاعتدال, الترجمة٦٤٠٥, ٢٨٠/٣) ومنهم من حكم بوضعه كابن الجوزي, إذأورده بطريقتين وقال ((الطريقان على عمربن غياث, ويقال فيه: عمرو, وقد ضعّفه الدار قطني وقال: كان من شيوخ الشيعة...)) (الموضوعات٣١٧/١٥).

إن القول بوضعه باطل, والقائل ابن الجوزي الذي نصّ الأئمة كالنوري والذهبي والسيوطي على تسّرعه في الحكم بالوضع ومجازفته في خصوص كتابه الذي أسماه بالموضوعات...وممّايشهد ببطلان الحكم عليه بالوضع أن الذهبي قال في تعقّبه قول الحاكم ((صحيح)) قال: بل ضعيف.

ثم إن الحافظ السيوطي تعقّبه في (الآلي المصنوعة) فذكررواية العقيلي وأنّه لم يقل بعدها إلّا في هذا الحديث نظر وذكر رواية البّزار وقوله بعدها: لانعلم رواه هكذا الاّعمر, ولم يتابع عليه, ثم ذكر رواية ابن شاهين وابن عساكر وليس فيها عمر بن غياث وهي عن تليد, عن عاصم, عن زر,عن ابن مسعود قال السيوطي: وهذه متابعة لعمر, وتليد روى له الترمذي, لكنّه رافضي, ثم ذكر رواية المهرواني بسنده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال رسول الله, وليس فيه لا عمربن غياث ولا تليد, ثم ذكر رواية الخطيب الآتية ولم يتكلّم في سندها بشيء, ثم ذكر للحديث شاهداً.(الآلي المصنوعة٤٠٠/١-٤٠٢). وتخلّص: سقوط القول بوضعه.

وأما القول بضعفه, فساقط كذلك,لأنّ هذالرجل هو: عمربن غياث أو عمروبن غياث أو عمربن عتّاب - لم يثبت له جرح.

-4فإنّ الحاكم وثّقه, لتصحيحه الحديث وهوفي السند.

-2فإن العقيلي والبزّارلم يقدحا في الرجل كما في (الآلي المصنوعة)وإنما قال الاوّل: في هذا الحديث نظر, والثاني قال: لم يتابع عليه.

-3فإن أبانعيم قال - بعدأن رواه بسنده عن معاوية بن هشام عن عمروبن غياث, عن عاصم, عن زر, عن عبدالله - : هذا غريب من حديث عاصم عن زر, تفردّ به معاويه فلاطعن في عمرو أو عمر أصلاً.

-4فلأنّ تضعيف الرجل - فيما نقل عن الدارقطني - مسند إلى مذهبه, إذاالمنقول عنه: ضعيف, وكان من شيوخ الشيعة وأنت تعلم أنّ التشيع بل الرفض غيرمضر, كما قرّرالحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري). أو أنّه مستند إلى نكارة أحاديثه - عندهم - كما عن أبي حاتم, قال ابنه: عمر بن غياث الحضرمي, روى عن عاصم بن أبي النجود, روى عنه معاوية بن هشام وأبو نعيم, سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو منكر الحديث وكان مرجّئاً (الجرح والتعديل-٦٩٨, ١٢٨/٦.(لكنه هذا المّرة نسب الى الإرجاء, ولكن الحقّ: إنه ثقة والحديث صحيح كما عليه الحاكم ومن تبعه,غير أنّ القوم لمّا رأوا الرجل يحدّث بفضائل أهل البيت (عليهم السلام) حاولوا إسقاطه بكلّ وسيلة, فذكرو اسمه على أنحاء ونسبوه تارة الى التشيع وأخرى الى الإرجاء ومنهم من لم يجزم - كما عن ابن عدي - فقال: يقال كان مرجئاً(لسان الميزان-الترجمة٦١٦٨,عمروبن غياث ٢٢٠/٥) ومنهم من قال فقط: منكرالحديث. فالحق صحتة هذا الحديث كما نص الحاكم, لكن بعضهم - كالحافظ المزّي- رواه وسكت عليه, فما كان بالمنصف كالحاكم ولا بالمجحف كمن ضعّف.

ثمّ إن للحديث طرقاً غيرهذا الطريق, وله شواهد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله), وقد نقّدمت الإشارة إلى ذلك في كلام السيوطي في (الآلي)...ونحن نورد هنا ماورواه ابن شاهين والخطيب البغداي: قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني, حدثنا يونس بن سابق, قراءةً- أنبأنا حفص بن عمرالابلي, حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليم القاري, عن عاصم بن بهدلة, عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ((إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتهاعن النار.((

حدثنا أحمد بن سعيد بن عبد الرحمان, حدثني محمد بن عبيد بن عقبة, حدثنا محمد بن اسحاق البلخي, عن تليد, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله قال, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((إن فاطمة (رضي الله عنها) أحصنت فرجها فحرمهّا الله وذريتها على النار)) (فضائل فاطمة الزهراء الرسالة الأولى,حديث ١١, ١٢ص ١٧-١٨.(

وقال الخطيب بترجمة ((محمد بن علي)) وهوالامام الجواد ابن الامام الرضا (عليهما السلام): ((أخبرنا أبو نعيم الحافظ, حدثنا أحمد بن اسحاق, حدثنا ابراهيم ابن نائلة, حدثنا جعفر بن محمد بن يزيد قال: كنت ببغداد فقال لي محمد بن منذرابن مهريز: هل لك أن أدخلك على ابن الرضا؟ قلت: نعم. قال: فأدخلني, فسلمنا عليه وجلسنا, فقال له:حديث النبي (صلى الله عليه وآله): ((إن فاطمة أحصنت فرجها فحّرم الله ذريتها

على النار؟ قال: خاص بالحسن والحسين)) (تاريخ بغداد, الترجمة٩٩٧, محمدبن على الرضا أحد الائمة الاثنى عشر٥٤/٣ .(
فمنه يظهر شهرة الحديث, وكون صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) مفروعاً منه, وإنما سئل الراوي عن المراد من ((الذرية)) فيه .
وأما شواهد الحديث فراجع لأجلها (اللآلى المصنوعة) و (فيض القدير) و (شرح المواهب اللدنيه (ودمتم في رعاية الله)

39- (المعجم الكبير للطبراني «بَابُ التَّاءِ «الاخْتِلافُ عَنِ الأَعْمَشِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ... رقم الحديث: ١١٥٢٦، وابن حجر صححه في (الصواعق) ٩٦، ١٤٠ .)

40- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

41- (حديث شفاعة النبي لمحبّي أهل بيته: رواه جماعة من أعلام القوم منهم 1 :- الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد |٢: ١٤٦ ط. القاهرة| روى بسنده عن علي بن أبي طالب "عليه السلام"؛ قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله":شفاعتي لاُمّتي إلى من أحبّ أهل بيتي وهم شيعتي 2 .- المتقي الهندي في منتخب الكنز هامش مسند الإمام أحمد |٥: ٩٣ ط. الميمنيّة بمصر 3.|- السيوطي في الجامع الصغير |٢: ١٨٠ ط. دار القلم 4.|- البدخشي في مفتاح النجا 5 .- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٨٥ ط. إسلامبول 6.|- الأمرتسري في أرجح المطالب |ص ٣٤٣ ط. لاهور 7.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٢٢ - ٤٢٣.|)

42- (قال الحافظ الخطيب- رحمه الله -في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج٢ ص٤٨): أخبرنا محمد بن علي بن الفتح أخبرنا أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي حدثنا أبوالربيع الزهراني حدثنا حفص بن أبي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم» :-أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأنصار، ثم من آمن بي واتبعني من اليمن، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم

ومن أشفع له أولا أفضل.« قال أبوالحسن: غريب من حديث ليث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبي داود عنه، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبوعمر المقرئ صاحب عاصم ابن أبي النجود في القراءة. اهـ
الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج٣ ص٢٥٠) وقال: أما ليث فغاية في الضعف عندهم إلا أن المتهم بهذا حفص، قال أحمد ومسلم والنسائي: هو متروك. وقال عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش: متروك يضع. اهـ
وأقره السيوطي في «اللآلئ» (ج٢ ص٤٥٠.(

رو اه الطبراني (٣ / ٢٠٥ / ٢) و ابن عدي (١٠٠ / ٢) و المخلص في" الفوائد المنتقاة " (٦ / ٦٩ / ١) عن حفص بن أبي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . و من هذا الوجه رواه الخطيب في " الموضح " (٢ / ٢٧) من طريق الدارقطني بسنده عن حفص و قال الدارقطني : " غريب من حديث ليث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبي داود عنه ، و هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقريء صاحب عاصم بن أبي النجود " ، و قال ابن عدي : " لا يرويه عن الليث غير حفص ، و عامر حديثه غير محفوظ " . و من طريق الدارقطني أورده ابن الجوزي في " الموضوعات و قال (٣ / ٢٥٠) : " قال الدارقطني : تفرد به حفص عن ليث . قلت : أما ليث فغاية في الضعف عندهم . إلا أن المتهم به حفص . قال ابن خراش : متروك يضع الحديث " . و وافقه السيوطي (٢ / ٤٥٠) ، ثم ابن عراق (٣٩٢ / ١ - ٢. ( )

43- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

44- (وقال في الهامش (١٢/ ٥٨): (اخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا.(قلت: نعم اخرجه الطبراني في (الكبير) (١١١٧٧) من طريق حسين بن الحسن الاشقر ثنا هشيم بن بشير عن ابي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس به. وهوحديث باطل لا يصح، قال الهيثمي في (المجمع) (١/ ٣٤٦): وفيه حسين بن الحسن الأشقر وهوضعيف جدا، قلت: قال عنهمابوزرعة: منكر الحديث وفيه أيضاً هشيم بن بشير وهوكثير التدليس

-و رواه المتّقي الهندي في « كنز العمّال » (ج٨ ص٢٧٨ ط١) و قال أخرجه أبو نصر عبد الكريم الشيرازي فيفوائده و الديلمي في الفردوس و ابن النّجار عن علي (عليه السلام. (

-و رواه في « فضائل الخمسة » (ج٢ ص٧٨) و عن فيض القدير : (ج١ ص٢٢٥) و عن ابن حجر في الصواعق.

-و رواه ابن حجر في « الصواعق المحرقة » (ص١٧٢ - المقصد الثاني - ط٢ سنة ١٢٨٥) قال : أخرجه الديلمي . و فيه : و على قراءة القرآن و الحديث.

رواه جماعة من أعلام القوم، منهم 1 :- السيوطي في كتابه إحياء الميت المطبوع بهامش الإتحاف للشبراوي |ص ١١٥ ط. مصطفى الحلبي بمصر| قال: أخرج الديلمي عن علي "رضي الله عنه"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال:حبّ نبيّكم وحبّ أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإنّ حملة القرآن في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه مع أنبيائه وأصفيائه.

وذكره أيضاً في كتابه الجامع الصغير |١: ٤٢ ط. مصر، وص ١٣ ط دار القلم 2.|- القندوزي في كتابه ينابيع المودّة |ص ٢٧١ ط. إسلامبول 3.|- النبهاني في كتابه الفتح الكبير |١: ٥٩ ط. مصر 4.| القدوسي الحنفي، وهو العلاّمة الشيخ عبدالنبيّ بن أحمد في كتابه سنن الهدى |ص ١٩ 5.|- العلاّمة باكثير الحضرمي في كتابه وسيلة المآل |ص ٤١ ط. مكتبة الظاهريّة بالشام| روى من طريق الديلمي، واسمه الشيخ أحمد بن الفضل باكثير الحضرمي 6 .- النبهاني في كتابه الشرف المؤبّد |ص ٨٠ ط. الحلبي وأولاده 7.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٤٥.|)

47- (احياء الميت : ص٤١ ح٤٧ . و رواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق : (ص١٨٥ و في ط / ص١٨٧ ح١٤) قال : أخرج ابن عدي و الديلمي و العلاّمة المناوي في « كنوز الحقايق » (ص٥ ط بولاق) رواه من طريق الديلمي في « فردوس الأخبار » و لفظه: أثبتكم على الصراط أشدّكم حبّاً لعلي . احقاق الحق : ج١٨ ص٤٥٩ . و ج٧ ب ١٨٦ ص١٤٢ . و العلاّمة محمد السوسي في « الدّرة الخريدة » (ج١ ص٢١١ ط بيروت) . و العلاّمة المولوي محمد مبين السهالوي في « وسيلة النجاة » (ص٤٧ ط لكهنو) . رواه الصدوق في « فضائل الشيعة » (ح٣ ص٦) عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم: (

أثبتكم قدماً على الصراط أشدّكم حُبّاً لأهل بيتي - و بدون لفظ : و أصحابي - . و رواه في « تسلية الفؤاد » (ص٢٠٣) بعين ما تقدّم عن فضائل الشيعة.)

48- (حديث شفاعة النبيّ لمكرمي ذرّيّته رواه جماعة من أعلام القوم، منهم 1 :- الإمام السيوطي في كتابه إحياء الميت المطبوع بهامش الاتحاف |ص ١١٥ ط. مصطفى الحلبي بمصر| قال: أخرج الديلمي عن علي "رضي الله عنه"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله": أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريّتي، والقاضي لهم

والارسال الخفي وقد عنعنه كما ترى، فالحديث لا يصح اطلاقاً. ومما يؤيد ضعفه وبطلانه انه جاء بلفظ آخر- وهوالصحيح- من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم) أخرجه الترمذي، الطبراني في (الكبير) و(الصغير)، وابويعلى، والخطيب وابن عساكر أنظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (٩٤٦. (

45-(أخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" (٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٦٥/٦)، وفي "الأوائل" (٥١)، وابن عساكر في "تاريخه" (٤٠/٤٢) عن سفيان الثوري. وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢٥/١٧) و(٥٧٧/١٩)، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٨١)، وفي "الأوائل" (٦٩) عن قيس بن الربيع.وابن عساكر في "تاريخه" (٤٠/٤٢-٤١) عن عامر بن السمط. وعبد الغني بن سعيد الأزدي في "إيضاح الإشكال" كما في "اللآلىء المصنوعة" (٣٠٠/١) للسيوطي ، عن شعيب بن خالد .أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٧٤٨)، وفي "الأوائل" (١٨٣)، والطبراني في الأوائل (٣٨)، من طريق محمد بن فضيل به. الأوائل للطبراني « باب :أَوَّلِ مَنْ يَرِدُ عَلَى النَّبِيِّ حَوْضَهُ. رقم الحديث: ٣٨ ..السنة لابن أبي عاصم «بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ...)

46- (ذكره السيوطي في «احياء الميت» (ص٤ ح٤٦) . و ذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير (ج١ ص٤٢) عن طريق أبي نصر و ابن النجار عن علي . و وفي إحقاق الحق ج١٨ : ٧٤ / ٤٩٧ و ج٩ : ص٤٤٥ عن مصادر عديدة للعامة . و ذكره النبهاني في الفتح الكبير (ج١ ص٥٩) ط مصر . و العلاّمة القندوزي في « ينابيع المودة » (ص٢٧١ ط اسلامبول) . والشيخ عبد النبي القدّوسي في « سنن الهدى » (ص١٩) . و العلاّمة با كثير الحضرمي في « وسيلة المآل » (ص٦١ - نسخة المكتبة الظاهرية بالشام » . و المولوي الشيخ ولي الله اللكنهوتي في « مرآة المؤمنين » (ص٤) . و العلاّمة محمّد السوسي في « الدرة الخريدة » (ج١ ص٢١١ ط بيروت) . و العلاّمة السيّد خير الدين أبو البركات نعمان الآلوسي البغدادي في « غالية المواعظ و مصباح المتّعظ و الواعظ » (ج٢ ص٩٥ دار الطباعة المحمّدية بالقاهرة) . و المولوي محمّد مبين الهندي الفرنكي محلي في «وسيلة النجاة » (ص٤٧ ط گلشن فيض لكهنو) . و العلاّمة السيد عبد الله ميرغني في « الدرّة اليتيمة » (على ما في الإحقاق ج١٨ ص٤٩٧. (

و رواه الحمويني في « فرائد السمطين » (ج٢ ص٣٠٤ ح٥٥٩ ط بيروت) و لفظه : أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال : على حبِّ نبيّكم ، و أهل بيته ، و على قراءة القرآن ، حملة القرآن في ظلِّ الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه مع أنبيائه و أصفيائه.

الحوائج، والساعي لهم في امُورهم عندما اضطرّوا إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه. وفي لفظ الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين |٢: ٢٥| قال: روى الناصر للحقّ عن آبائه رضوان اللّه عليهم، عن النبيّ "صلى الله عليه وآله" أنّه قال: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة، ولو أتوا بذنوب أهل الأرض:الضاربُ بسيفه أمام ذرّيّتي، والقاضي لهم الحوائج، والساعي لهم في حوائجهم والمحبّ لهم بقلبه ولسانه 2 .- ابن حجر في الصواعق |ص ٢٣٧ ط. عبداللطيف 3.|- الطبري في دخائر العقبى |ص ١٨ ط. القدسي بمصر 4.|- المتقي الهندي في منتخب الكنز المطبوع بهامش مسند الإمام أحمد |٥: ٩٣ ط. الميمنيّة بمصر 5.|- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٩٢ و٢٤٥ و٢٧٨ ط. إسلامبول 6.|- الحمزاوي في مشارق الأنوار |ص ٩١ ط. الشرفيّة بمصر 7.|- العلاّمة المعاصر محمّد بن عبدالغفّار الهاشمي الحنفي في كتابه أئمّة الهدى |ص ١٤٨ ط. القاهرة 8.|- ابن شهاب الدين العلوي في رشفة الصادي |ص ٤٦ 9.|- العلاّمة باكثير الحضرمي في وسيلة المآل |ص ٤٠ خ. دمشق 10.|- النبهاني في الشرف المؤبّد |ص ١٧٧ ط. الحلبي وأولاده 11.|- إحقاق الحقّ |٩: ٤٨١ ـ ٤٨٢.|)

49- (حديث في اشتداد غضب اللّه ورسوله على مؤذي العترة رواه جماعة من أعلام القوم، منهم 1 :- ابن المغازلي الشافعي، في مناقبه |ص ٢٩٢| روى بسند يرفعه إلى أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله": اشتدّ غضب اللّه على اليهود، واشتدّ غضب اللّه على النصارى، واشتدّ غضب اللّه ورسوله على من آذاني في عترتي . 2- الخوارزمي في مقتل الحسين |٢: ٨٣ ط. النجف الأشرف 3.|- ابن حجر في الصواعق |ص ١٨٤ ط. عبداللطيف بمصر 4.|- السيوطي في احياء الميت هامش الإتحاف |ص ١١٥ ط. الحلبي 5.|- البدخشي في مفتاح النجا |ص ١١ 6.|- القندوزي في ينابيع المودّة |ص ١٨٣ ط. إسلامبول 7.|- الصبان في الإسعاف هامش نور الأبصار |ص ١٢٦ ط. مصر 8.|- المناوي في كنوز الحقائق |ص ١٧ ط. بولاق بمصر 9.|- النبهاني في الفتح الكبير |١: ١٨٥ ط. مصر 10.|- القدوسي الحنفي في سنن الهدى |ص ٢٣ و٥٦٤ مخطوط 11.|- العلاّمة السيّد خواجه مير في علم الكتاب |ص ٢٥٤ ط. دهلي 12.|- الأمرتسري الحنفي في أرجح المطالب |ص ٤٤٦ ط. لاهور 13.|- إحقاق الحقّ |٩: ٥١٨ ـ ٥١٩.|)

50- (كنز العمال : ١٦ / ٨٧ / ٤٤٠٢٩ ، إحقاق الحق : ٩ / ٥٢١ نقلا عن إحياء الميت مطبوع بهامش الاتحاف ، كلاهما عن الديلمي عن أبي هريرة . كنز العمال ٨١٩١.)/

51- (المصنف « كتاب الفضائل « فضل الأنصار)

52- (أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني أحد كبار الحفاظ، وكتابه حلية الأولياء من الكتب المشهورة النافعة، توفي سنة ٤٣٥هـ. البداية والنهاية ٤٥/١٢، تذكرة الحفاظ ١٠٩٢/٣، طبقات السبكي ١٨/٤، ميزان الاعتدال ١١١/١، وفيات الأعيان ٥٢/٣، لسان الميزان ٢٥١/١١.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء « ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد « سعيد بن عبد العزيز - 653سعيد بن عبد العزيز)

البداية والنهاية ٤٥/١٢، تذكرة الحفاظ ١٠٩٢/٣، طبقات السبكي ١٨/٤، ميزان الاعتدال ١١١/١، وفيات الأعيان ٥٢/٣، لسان الميزان ٢٥١/١١.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء « ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد « سعيد بن عبد العزيز - 653سعيد بن عبد العزيز)

53- (أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني أحد كبار الحفاظ، وكتابه حلية الأولياء من الكتب المشهورة النافعة، توفي سنة ٤٣٥هـ. البداية والنهاية ٤٥/١٢، تذكرة الحفاظ ١٠٩٢/٣، طبقات السبكي ١٨/٤، ميزان الاعتدال ١١١/١، وفيات الأعيان ٥٢/٣، لسان الميزان ٢٥١/١١.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء « ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد « سعيد بن عبد العزيز - 653سعيد بن عبد العزيز)

54- (الكتب » تذكرة الحفاظ » من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته عنه يوم القيامة ... رقم الحديث: ٨٥٤ لكافي ٤: ٦٠ | ٨، والتهذيب ٤: ١١٠ | ٣٢٢، والفقيه ٢: ٣٦ | ١٥٢، والمقنعة: ٤٣.)

55- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

56- (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،٢٤٠٨، والامام أحمد في مسنده (٣٦٧/٤) كما عزاه الامام السيوطي في الجامع الصغير للإمام أحمد. رواه الترمذي في " الجامع الصحيح "، حديث رقم:(٣٧٨٦) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. ياسين عبد السلام، تنوير المومنات،ج٢،الطبعة١٩٩٦،١م، ص١٥. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣ (المصدر سني) وكنز العمال - المتقي الهندي - باب الإعتصام بالكتب والسنة الجزء : (١) - رقم الصفحة : (١٧٢ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور - حلال الدين السيوطي - في تفسير آل عمران أية ١٠٣)

57- (سننِ الترمذي (ج٤ / ص٢٦) : ٢١٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ:حدَثَّنَاَ عبدْ ُالرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنْ أبيِ الموْاَلَيِ المُزْنيَّ ، عنَ ْعُبيَدْ ِ الله ِبنْ عبَدْ ِ الرَّحْمَن بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَاِئشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:ستِةَّ ٌلعنَتَهُْم ْولعَنَهُم ُالله ّوكُلُّ نبَيٍّ كَانَ : الزائدَّ ِفُي كتاَبِ اِلله، ِوالمَُكذبَُّ بقدَرِ الله، والمُتسَلطُِّ بالجبرَ ُوتِ ليِعُزَّ بذِلَكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَيُذِلَّ مَ ْأعزَ ّاللهُ ّوالمُستْحَلُّ لحِرُمَ ِ الله،ِ وَالمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيِماَ حرََّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي. أخبار مكة للفاكهي سنن الترمذي (ج٤ / ص٢٦) : ٢١٥٤ أخبار مكة للفاكهي (ج٢ / ص٢٤٥) : ١٤٨٦ سنن الترمذي (ج٤ / ص٢٦) : ٢١٥٤ أخبار مكة للفاكهي (ج٢ / ص٢٤٥

١٤٨٦ـوحَدثَّنَاَ ابنُْ أَبِي عُمَرَ قَالَثنا سُفيانُْ بنُْ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَا جَمِيعًا: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ..

ووصله الحاكم ٥٢٥/٢ من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي، عن أبيه، عن أبيه، عن سفيان، عن عبيد الله، عن على بن الحسين، عن أبيه، عنِ جده.. تهذيب الكمال في أسماء الرِجال (ج٤ / ص٤٢٥) : وَقَال أَبُو مِسْهَر:حدَثَّنَاَ أَبُو مُسلِْمِ الفْزَاَريِ ٌّ، قال: مَا سَمِعتْ ُلأوزاعيِّ يقَوُلُ في أحدَ ٍمنَ النَّاس إلاَ في ثوَرْ بنْ يزَيدَ ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قالوقلتْ ُلهُ َيا َأباَ عمرَوْ حدثَّنَاَ ثورَ ٌبنُْ يزَيِدَ، قال: فغَضَبِ َعليِ ٌّ غَضْبَةً مَا رأيت مثلها، ثُمَّ قال: قالرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: سِتَّةٌ لعَنَتْهُمْ فَلَعَنهَُمُ اللَّهُ وكُلُّ نبَيٍِّ مُجَابٍ الزِاَّئدِ ُفي كتِاَبِ الله،ِّ والمُْكذَِّبُ بقدَرَِ اللَّهِ" الفتح الكبير للسيوطي (ج٢ / ص١٤٧) : ١٦٤٨ ــ ;لكَ منَ ْأذلََّ الله ويَُذلَِّ منَْ أعزََّ الله، وَالمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ الله، والمُستْحَلُّ من ْعترِْتَي ماحرََّمَ الله، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتي.)) (ت ك) عَن عَائشَة (ك) عَن ابْن عمر. قلتُ : ولم اقع على اثر ابن عمر ، فأين ذهب ؟

صحح الاثر -1 : بن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (ج٢ / ص٥٠٦) : وَصَحَّ أَيْضا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ : سِتَّة لعنتهم

-2بن أبي عاصم في السنة (ج١ / ص٢٤) : إسناده حسن لولا انه أعل بالإرسال كما يأتي رجاله ثقات رجال البخاري غير ابن موهب واسمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب وهو مختلف فيه ولعل الأرجح أنه حسن الحديث كما هو قول ابن عدي -3 الطحاوي دافع عنه في شرحه لمشكل الآثار ج٩ ص٨٦ -4 ذكره ابن حبان في صِحيحه -5 قال الحاكم في المستدرك (ج١ / ص٩١) :وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، ولَاَ أعَرْفُ لهَُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ -6 وقال الذهبي في التلخيص : صحيح ولا أعرف له علة -7 الهيثمي في مجمع الزوائد (ج٧ / ص٢٠٥) : رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، ورَجِالَهُ ُثقاِتَ،ٌ وقدَ ْصحََّحهَُ ابنُْ حِبَّانَ -8 .ابو الخير التبريزي في النصيحة للراعي والرعية ص٤٨ : هذا حديث حسن -9 .المنذري في الترغيب والترهيب (ج١ /

صص٦٥) : إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما -10السيوطي في الجامع الصغير ح٤٦٦٠ : صحيح -11 قال الترمذي : رواه غير واحد مرسلا وهذا أصح

اتى بصيغة أُخرى : المعجم الكبير للطبراني (ج١٧ / ص٤٣) : ٨٩ – حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا أبو صالح الحراني، ثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس العتباني، عن أبي معشر الحميري، عن عمرو بن سعواء اليافعي قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبعة لعنتهم، وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله« صحح الاثر: قال السيوطي في الجامع الصغير ح٤٦٤٨ : حسن. المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (ج٢ / ص٥٤) : وإسناد حسن

شرح الحديث: قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ج٩ / ص٨٦) : وَكَانَ قَوْلُهُ: " واَلمُْستْحَلِ ُّمنْ عتِرْتَيِ ماَ حرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ , "وَعتِرْتَهُُ هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ عَلَى دِينِهِ , وَعلَىَ التَّمَسُّكِ بِأَمْرِهِ ,كَمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْناَهُ فيِماَ تقَدََّمَ منِاَّ في كتِاَبنِاَ هذَاَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيرِ خُمٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ: " إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي " وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ.

علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج١ / ص١٨٤) : قَوْلَهُ: واَلمُْستْحَلِ ُّمنْ عتِرْتَيِ ماَ حرَّمَ اللَّهُ) أَيْ: مِنْ إِيذَائِهِمْ، وَتَرْكِ تَعْظِيمِهِمْ، وَالْعِتْرَةُ: الْأَقَارِبُ الْقَرِيبَةُ، وَهُمْ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَذَرَارِيُّهُمْ، وَتَخْصِيصُ ذِكْرِ الْحَرَمِ وَالْعِتْرَةِ وَكُلٍّ مُسْتَحِلٍّ مُحرََّمَ ملعْوُن لِشَرَفِهِمَا، وَإِنَّ أَحَدَهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى اللَّهِ، وَالْآخَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَعَلَى هَذَا مِنْ: فِي (مِنْ عِتْرَتِي ابْتِدَائِيَّةٌ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً؛ بِأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–ففَيِهِ تعَظْيِمُ الْجُرْمِ الصَّادِرِ عَنْهُمْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَهَذَا كَافِرٌ إِذْ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ مَنِ اسْتَبَاحَ مُحرََّماً بالِإْجِمْاَعِ معَلْوُماً منَ الديِّنِ باِلضرَّوُرةَِ كَفَرَ، بلَْ قاَلَ كثَيِروُنَ: لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ضَرُورَةً

ـالمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (ج٢ / ص٥٦) : (والمستحل من عِتْرَتِي) أَي قَرَابَتِي (مَا حرم الله (يَعْنِي من فعل بأقاربي مَا لَا يجوز فعله من إيذائهم أَو ترك تعظيمهم فَإِن اعْتقد حلّه فكافر وَإِلَّا فمذنب وخصهما باللعن لتأكد حق الْحرم والعترة وَعظم قدرهما بإضافتهما إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله) والتارك لسنتي) بالأعراض عَنْهَا اسْتِخْفَافًا

ـالمباركفورى في مرعاة المفاتيح (ج١ / ص١٩٨) : (والمستحل من عترتي ما حرم الله (أي من إيذائهم وترك تعظيمهم، والعترة: الأرقاب القريبة. وقال في القاموس: العترة بالكسر نسل الرجل وذريته، وتخصيص ذكر "لحرم" والعترة وكل مستحل محرم ملعون؛ لشرفهما وأن أحدهما منسوب إلى الله والآخر إلى رسول الله، فعلى هذا من في "من عترتي" ابتدائية. قال الطيبي: ويحتمل أن يكون بيانية بأن يكون المستحل من عترة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ففيه تعظيم الجرم الصادر عنهم

ـأبو سعيد الخادمى الحنفي في بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية (ج١ / ص٨٤) : «و» الخامس «المستحل من عترتي» بالكسر نسل الرجل ورهطه أو عشيرته الأدنون ممن مضى ومن سيأتي قيل والمعنى من ذريتي ومن أهل بيتي الثابت نسبهم بطريق التواتر أو الشهرة أو حكم الحاكم كأن صار واقعة شرعية وثبتت بالبينة وإلا فهو محرم على الظن «ما» قولا أو فعلا أو ظنا «حرم الله . «أي حكم الله بحرمته يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم فإن اعتقد حله فكافر خصهما باللعن لتأكيد حق الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهما إلى الله ورسوله كذا المناوي وقيل يدخل فيه القاذف لهم والشاتم والذي ظن بهم سوءا أو اغتابهم أو ظلمهم وغيرها فإثمه أبلغ من إثم من فعل بغيرهم حيث تأذى رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – بأذاهم ولأن أهل بيته مرجع الحلال والحرام وأكثر الأحكام إنما تعرف من قبلهم.

فقه الحديث – اقول -1 : وهذا الحديث يثبت ان الانبياء عرفوا اهل البيت قبل ان يخلقهم الله بدليل لعن الانبياء للمستحل لهم -2 .ان الانبياء لعنوا من لم يعظم شعائر اهل البيت ولاسيما عاشوراء -3ان الحديث يثبت وجوب إتباع اهل البيت ولعن من تخلف عنهم بدليل قرنهم النبي بسنته -4ان اي كلام يقدح باهل البيت ولو ذرة فهو ملعون وإلخ..)

58- (سنن الترمذي (ج٤ / ص٢٦) : ٢١٥٤, أخبار مكة للفاكهي سنن الترمذي (ج٤ / ص٢٦) : ٢١٥٤, الحاكم ٥٢٥/٢, تهذيب الكمال في أسماء الرجال (ج٤ / ص٤٢٥) الفتح الكبير للسيوطي (ج٢ / ص١٤٧) : ١٦٤٨. بن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (ج٢ / ص٥٠٦) بن أبي عاصم في السنة (ج١ / ص٢٤) الطحاوي دافع عنه في شرحه لمشكل الآثار ج٩ ص٨٦. قال الحاكم في المستدرك (ج١ / ص٩١) -10 السيوطي في الجامع الصغير ح٤٦٦٠ : صحيح. ابو الخير التبريزي في النصيحة للراعي والرعية ص٤٨ : هذا حديث حسن. المنذري في الترغيب والترهيب (ج١ / صص٦٥) : إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. الهيثمي في مجمع الزوائد (ج٧ / ص٢٠٥) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (ج٤ / ص٤٢٥) الفتح الكبير للسيوطي (ج٢ / ص١٤٧) : ١٦٤٨ بن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (ج٢ / ص٥٠٦. بن أبي عاصم في السنة (ج١ / ص٢٤)

59- (حديث فيمن حفظ حرمات اللّه الثلاثة ما رواه جماعة من الأعلام والمحدّثين منهم 1 :- الطبراني في المعجم الكبير |ص ١٤٨|مسنداً إلى أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه "صلى الله عليه وآله"إنّ للّه حرمات ثلاث، من حفظهنّ حفظ اللّه له أمر دينه ودنياه، ومن لم يحفظهنّ لم يحفظ اللّه له شيئاً: حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة رحمي 2 .- الهيثمي في مجمع الزوائد |١: ٨٨ ط. القدسي: بمصر 3.|- الخوارزمي في مقتل الحسين |٢: ٩٧ ط. الغري 4.|- السيوطي في إحياء الميت هامش الإتحاف |ص ١١٨ 5.|- النقشبندي الكمشخانوي في رموز الأحاديث |ص ١٢٩ 6.|- الخركوشي في شرف النبي |ص ٢٩٥ 7.|- ابن شهاب الدين العلوي في رشفته |ص ١١ ط. مصر 8.|- النبهاني في الشرف المؤبّد |ص ١٨٠ ط. الحلبي وأولاده 9.|- الحبيب علوي بن طاهر الحداد في القول الفصل |٢: ٢٥ ط. جاوا| وقال: قد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم في تأريخه، والديلمي، وأبو الشيخ 10 .- إحقاق الحقّ |٩ - ٥١١ - ٥١٣|.)

60- (الفوائد المجموعة للشوكاني « كتاب الفضائل «بَابُ مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَأَهْلِ... رقم الحديث: ١٠١٧ كنز العمال-المتقي الهندي34109 [ ])